DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION
FUTURE IS HERE
DoICT
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT
আইসিটি বর্ষ-১ ◢ সংখ্যা-৭ ◢ ঢাকা, এপ্রিল-২০১৮
নিউজলেটার

সনদ হস্তান্তর
প্রধান অতিথি:
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এম
তারিখ: ৬ মার্চ
সন্ধ্যা ৬:৩০ টা
গণভবন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৬ মার্চ সন্ধ্যায় গণভবনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর 'ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রাপ্ত প্রত্যয়নপত্র তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে হস্তান্তর করেন

তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের কাছে ইউনেস্কো সনদ হস্তান্তর করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিউজলেটার ডেস্ক: বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের জন্য ইউনেস্কো থেকে পাওয়া সনদ তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের কাছে হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

গত ৬ মার্চ সন্ধ্যায় গণভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সনদ হস্তান্তর করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সনদটি নিতে এ সময় উপস্থিত ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এবং তথ্যপ্রযুক্তি সচিব সুবীর কিশোর চৌধুরী।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর একাত্তরের ৭ মার্চের ভাষণ 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে ইউনেস্কোর 'মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার'-এ যুক্ত করতে অবদান রেখেছিল তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ।

২০১৬ সালের ৬ মার্চ তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণকে উন্নত মানের রঙিন ভিডিওতে রূপান্তর করে।

২৩ অক্টোবর ২০১৭ সালের ২৩ অক্টোবর ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ভাষণকে 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে।

৭১-এ ঢাকার সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান) স্বাধীনতাকামী ৭ কোটি মানুষকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম-এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

বঙ্গবন্ধুর ওই ভাষণের ১৮ দিন পর পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালি নিধনে নামলে বঙ্গবন্ধুর ডাকে শুরু হয় প্রতিরোধ যুদ্ধ। নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়।▶

উদ্বোধন করবেন সজীব ওয়াজেদ জয়

BPO SUMMIT 2018 BANGLADESH বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিপিও সামিট-২০১৮

বিশেষ প্রতিবেদক : দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং বা বিপিও খাতের অবস্থান তুলে ধরার লক্ষ্যে ১৫ ও ১৬ এপ্রিল, ২০১৮ তৃতীয়বারের মত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'বিপিও সামিট বাংলাদেশ-২০১৮'। রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত হবে দুই দিনের বিপিও খাতে সবচেয়ে বড় এ আয়োজন। বিপিও সামিট-২০১৮ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আয়োজনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়।

বিপিও সামিট-২০১৮ কে সফল করতে গত ২১ মার্চ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)-এর সেমিনার হলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কলসেন্টার অ্যাণ্ড আউটসোর্সিং (বাক্য)-এর আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ, কে, এম, খায়রুল আলম (অতিরিক্ত সচিব) ও বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কলসেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (বাক্য)-এর সভাপতি ওয়াহিদ শরীফ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, সচিব সুবীর কিশোর চৌধুরী,

(বাকি অংশ ৭-এর পৃষ্ঠায়)

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে: মোস্তাফা জব্বার

বিশেষ প্রতিবেদক: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের উদ্যোগে ইন্টারনেট সেবা দ্রুত, কম খরচে এবং সহজ উপায়ে জনগণের কাছে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে বিশ্বের বৃহত্তম প্রযুক্তি সেক্টর জোট এ্যালায়েন্স ফর এফরড্যাবল ইন্টারনেট (এফরএআই) গত ২৮ মার্চ দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে সাথে নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল মাল্টি-ম্যানেজার মো: আরফে এলাহী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোস্তাফা জব্বার বলেন, '২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০তম বার্ষিকীতে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে আমাদের যে ভিশন সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আর সেই লক্ষ্য অর্জনে ইন্টারনেট সেবাকে আরো সহজ করা প্রয়োজন। শেখ হাসিনা সরকার ইন্টারনেটের সংযোগ স্থাপনের উপর এবং একই সাথে

A4AI 2nd Coalition Forum for Affordable Internet in Bangladesh
Organized by:
A4AI

সাইবার নিরাপত্তায় বাংলাদেশ-রাশিয়া জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনে ঐকমত্য

নিউজলেটার ডেস্ক: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলকের সাথে গত ১৪ মার্চ রাশিয়ার মস্কোয় রুশ ফেডারেশনের যোগাযোগ ও গণমাধ্যম মন্ত্রী নিকোলাই নিকিফরেভ-এর এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রতিমন্ত্রী পলক রাশিয়ান মন্ত্রী নিকিফরভের সহযোগিতা চেয়ে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার পর থেকেই প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি-বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের নেতৃত্বে আমরা অত্যন্ত গতিশীলতার সাথে ডিজিটাল বাংলাদেশ কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছি। আগামী দিনেও এই কার্যক্রম অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাবে। ফলে বিগত ৯ বছরে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যাও বেড়েছে ১০০ গুণের চাইতে বেশি। বেড়েছে সরকারি সেবা প্রদানের হার, ডিজিটাল প্লাটফর্মে আর্থিক লেনদেনসহ ডিজিটাল কার্যক্রমের কলেবরও। আবার এরই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সাইবার ঝুঁকি। সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশও এই ঝুঁকির বাইরে নয়। এই ঝুঁকি মোকাবেলায় আমাদের কার্যক্রম

এছাড়াও প্রতিমন্ত্রী পলক রাশিয়াকে বাংলাদেশের হাইটেক পার্কগুলোতে রাশিয়ান বিনিয়োগ বৃদ্ধি, তথ্যপ্রযুক্তি-ভিত্তিক উদ্ভাবন ও স্টার্ট-আপ ইকো-সিস্টেম প্রতিষ্ঠা, ই-গভর্নেন্স ও ই-সার্ভিস প্রদান আর কার্যকর করতে রাশিয়ান মন্ত্রীকে একান্ত সহযোগিতার আহ্বান জানান। বৈঠকে ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম আরও ফলপ্রসূ করতে উভয়পক্ষ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

প্রতিমন্ত্রীর সাথে উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মস্কোস্থ বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. এস এম সাইফুল হক, সিলেট

আইসিটি অধিদপ্তরের নতুন মহাপরিচালক অতিরিক্ত সচিব এ, কে, এম, খায়রুল আলম

নিজস্ব রিপোর্ট: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের নতুন মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন সরকারের অতিরিক্ত সচিব এ, কে, এম, খায়রুল আলম। গত ৪ মার্চ, ২০১৮ তারিখে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত

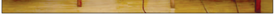

স্টেকহোল্ডার কোয়ালিশন' বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের করবী হলে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এটুআই-এর পলিসি অ্যাডভাইজর আনীর চৌধুরী, এফরএআই-এর নির্বাহী পরিচালক মিস সোনিয়া জর্জ এবং এফরএআই-এর এশিয়া কো-অর্ডিনেটর বি. শাদ্রাখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এটুআই প্রোগ্রামের আইটি খরচ, নিরাপত্তা ও মানের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে'।

তিনি আরো বলেন, যেসব অঞ্চলে ব্রডব্যাণ্ড সেবা পৌছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না সেসব অঞ্চলে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা পৌছে দেয়ার কাজ করছে সরকার। বর্তমানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ভাল মানের ইন্টারনেট সেবা থেকে বঞ্চিত। ইন্টারনেটকে আরও সহজলভ্য করার জন্য এটুআই এবং এফরএআই যৌথভাবে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সহজলভ্য ইন্টারনেট সেবা প্রদানে

(বাকি অংশ ২-এর পৃষ্ঠায়)

চলমান রয়েছে কিন্তু রাশিয়ার মত বন্ধু রাষ্ট্রের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সাইবার ঝুঁকি মোকাবেলায় আমরা বিশ্বমানের সক্ষমতা অর্জন করতে চাই।'

প্রতিমন্ত্রীর এই প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দিয়ে নিকিফরেভ সাইবার-ঝুঁকি মোকাবেলায় সম্ভাব্য সাইবার আক্রমণের আন্তঃরাষ্ট্রীয় আগাম তথ্য বিনিময়ে একমত পোষণ করেন ও সাইবার নিরাপত্তায় পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র বৃদ্ধিতে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর জোর দেন।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী পলক বাংলাদেশে রাশিয়ার সহযোগিতায় 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স ইন সাইবার সিকিউরিটি' প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানালে রাশিয়ান মন্ত্রী নিকিফরভ সম্মতি দেন এবং এই লক্ষ্যে একটি জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনে উভয়পক্ষ ঐকমত্য পোষণ করেন। ইলেকট্রনিকস সিটির প্রকল্প পরিচালক ব্যারিস্টার মো. গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া প্রমুখ।

উল্লেখ্য, গত ৪-৮ ডিসেম্বর স্কোলকোভো ফাউন্ডেশনের হেড অব ইন্টারন্যাশনাল এক্সিলারেশন প্রোগ্রাম দারিয়া লিপাতোভার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল যশোরের শেখ হাসিনা সফ্টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কালিয়াকৈরের বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দল ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭-তে অংশগ্রহণ করেন এবং ৭ ডিসেম্বর প্রতিমন্ত্রী পলকের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন এবং প্রতিমন্ত্রীকে রাশিয়া সফরের আহ্বান জানালে প্রতিমন্ত্রী গত ১২ মার্চ রাশিয়া সফর করেন। ▶

মহাপরিচালক মালিহা নার্গিসের নিকট থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন তিনি।

ইতোপূর্বে তিনি সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

দায়িত্ব গ্রহণকালে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর সৎ, বলিষ্ঠ, একনিষ্ঠ ও কর্মদক্ষতার মধ্যদিয়ে আইসিটি অধিদপ্তরকে আরও অনেক এগিয়ে নেবেন-এই প্রত্যাশা। তাঁর জন্য রইল আমাদের নিরন্তর শুভকামনা ।

(সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি ২য় পৃষ্ঠায়)

আইসিটি অধিদপ্তরে বেদনাবিধুর বিদায় সংবর্ধনা

অবসরোত্তর ছুটিতে গেলেন মহাপরিচালক বনমালী ভৌমিক

মিম্‌ইয়া ইসলাম চৌধুরী: সুদীর্ঘ ৩০ বছরের সরকারি চাকরি জীবনের সমাপ্তি টেনে গত ৫ ফেব্রুয়ারি অবসরোত্তর ছুটিতে গেলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বনমালী ভৌমিক। শেষ দুটি বছর আইসিটি অধিদপ্তরেই কাটালেন কর্মোদ্যমী সদাপ্রফুল্ল এই উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা।

মহাপরিচালকের বিদায় উপলক্ষে গত ৪ ফেব্রুয়ারি আইসিটি অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সম্মেলন কক্ষে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের সচিব সুবীর কিশোর চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মালিহা নার্গিস (অতিরিক্ত সচিব)। অনুষ্ঠানের শুরুতে মহাপরিচালকের বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

ভিডিও চিত্র প্রদর্শন শেষে উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য দেন আইসিটি অধিদপ্তরের পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) মো: রেজাউল মাকছুদ জাহেদী।

বনমালী ভৌমিকের বিদায় সংবর্ধনা

এরপর শুরু হয় আলোচনা অনুষ্ঠান। চাকরি জীবনে দক্ষতা এবং নিষ্ঠার স্বাক্ষর রাখা এই বিদায়ী কর্মকর্তার সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা ও তার অনুকরণীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মো: মামুন-আল-রশীদ, বিসিসি'র নির্বাহী পরিচালক স্বপন কুমার সরকার, সিসিএ'র নিয়ন্ত্রক আবুল মানসুর মোহাম্মদ সারফ্ উদ্দিন, আইসিটি অধিদপ্তরের সিস্টেমস্ ম্যানেজার মো: মহসিনুল আলম (যুগ্মসচিব), শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের প্রকল্প-পরিচালক ড. মো: শাহাদাৎ হোসেন (যুগ্মসচিব), She power প্রকল্পের প্রকল্প-পরিচালক মো: সোলায়মান মণ্ডল এবং অফিস সহায়ক মো: সালাহ উদ্দিন।

বনমালী ভৌমিকের সহধর্মিণী রাখী ভৌমিকও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অর্গানাইজেশনাল সাপোর্ট এণ্ড ইনোভেশন অনু বিভাগ) সৈয়দা সারওয়ার জাহান এবং অতিরিক্ত সচিব (সাধারণ সেবা অনু বিভাগ) পার্থপ্রতিম দেব।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষ থেকে বিদায়ী মহাপরিচালক এবং তাঁর সহধর্মিণীকে ফুল, ক্রেস্ট ও কিছু উপহার প্রদান করা হয়।

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আইসিটি অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) মোস্তাইন বিল্লাহ। তার প্রাণবন্ত উপস্থাপনা অনুষ্ঠানকে দিয়েছিল আলাদা মাত্রা। ▶

আইসিটি অধিদপ্তরে সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ ও নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তব্য দিচ্ছেন আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

রুমা ধর: গত ১০-১১ মার্চ, ২০১৮ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে 'সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ ও নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' বিষয়ক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাঠ পর্যায়ের ৬৫ জন সহকারী প্রোগ্রামার অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ, কে, এম, খায়রুল আলম (অতিরিক্ত সচিব)। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন এটুআই প্রকল্পের উপসচিব মেহেদী হাসান, উপসচিব প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস, আইসিটি অধিপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান এবং উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মোহাম্মদ আবুল হাশেম।

উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। ▶

তথ্যপ্রযুক্তি সেবাখাত ও অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশের অর্জন

(৩য় পৃষ্ঠার পর) * জাতীয় পরিচয়পত্রকে স্মার্ট কার্ডে রূপান্তরের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ডিজিটাল সিগনেচারের ব্যবস্থা করেছে।

* তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে কানেক্টিং স্টার্টআপ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জনতা টাওয়ারে বিনামূল্যে এক বছরের জন্য উদ্যোক্তাদের স্পেস বরাদ্দ সহ সার্বিক সকল সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
* শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে প্রযুক্তিসেবী প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ২১টি টেক্সট বইকে ডিজিটাল ইন্টারএ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়া টেক্সট বইয়ে রূপান্তর এবং ২০০১টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবসহ স্কুল-কলেজ পর্যায়ে প্রায় ৬ হাজার কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
* মানব সম্পদ উন্নয়নে এলআইসিটি প্রকল্প গুণগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৪৫ হাজার দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলেছে।
* আউটসোর্সিং এর উপর ইতোমধ্যে ৩০ হাজার তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২৩ হাজার তরুণ-তরুণীকে ফ্রি-ল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে ৯ লাখ শিক্ষককে বাতায়নের সদস্য করার কাজ এগিয়ে চলেছে।
* শিক্ষকবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জাতীয় কনটেন্ট প্রগিযোগিতা সহ সপ্তাহের সেরা শিক্ষকদের নিয়ে শিক্ষক সম্মেলন করে সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে।
* কিশোরদের প্রতিভাকে বিকশিত করার লক্ষ্যে এবং পাঠ-সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধির করার জন্য 'কিশোর বাতায়ন' নামে একটি ওয়েব পোর্টাল চালু হয়েছে। যেখানে 'আমার জেলা আমার অহংকার' স্লোগানকে নিয়ে জেলা ব্রান্ডিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
* একুশ শতকের শিক্ষার্থীদের জন্য একুশ শতকের শিক্ষা ব্যবস্থা বিনির্মাণ প্রয়োজন। এজন্য একুশ শতকের শিক্ষক তৈরিতে 'গুণগত শিখন, টেকসই উন্নয়ন' এই স্লোগানকে সামনে রেখে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে সরকার কাজ করছে।
* সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমকে তুলে ধরার জন্য জেলা, উপজেলা পর্যায়ে মেলা, সেমিনার ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করে চলেছে।
* গার্মেন্টস খাতের পর আইসিটি খাতকে সম্ভাবনাময়

সরকার কাজ করে যাচ্ছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করবে এবং সুপারিশমালা পেশ করবে।

সুশারিশমালায় ইন্টারনেটকে আরও সহজলভ্য করে গ্রাম পর্যন্ত পৌছানোর পদ্ধতি সম্পর্কিত দিকনির্দেশনা থাকবে। এছাড়া যেখানে ব্রডব্যাণ্ড ক্যাবল পৌছানো সম্ভব নয় সেখানে স্যাটেলাইট এর মাধ্যমে সহজলভ্য এবং অবশ্যই দ্রুত গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট কিভাবে প্রদান করা হবে সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা থাকবে। দীর্ঘদিন যাবত সহজলভ্য ইন্টারনেট ব্যবহার করে সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে এটুআই সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে আসছে।

ইউএনডিপি ও ইউএসএইড এর কারিগরি সহযোগিতায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম কম সময়ে, কম খরচে এবং কম যাতায়াতের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি-বেসরকারি সেবা পৌছে দেয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সংশ্লিষ্ট দেশ এবং দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক জোট গঠন করে ইন্টারনেট সমস্যার সমাধানে কাজ করার জন্য উভয় প্রতিষ্ঠান বদ্ধপরিকর। কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে এটুআই প্রোগ্রাম, এফরএআই, জিএসএমএ, ইউএনডিপি, ইউএসএইড, ইন্টারনেট অপারেটর, দেশের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের উচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারক এবং গণমাধ্যম কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ▶

Early Days of Computing

(৩য় পৃষ্ঠার পর) (affordable) model-IBM 370-115, a 3rd Generation computer. Prof. Dr. Abdul Matin Patwari was appointed the first Director of BUET Computer Centre. In 1981, he left for USA as a Visiting Professor at CalPoly, Pomona, USA, and I was given the responsibility of managing the Computer Centre. Prof. Patwari returned after 2 years and rejoined as Director of the Centre. However, with his appointment as Vice-Chancellor, BUET in 1983, I was again appointed the Director of the Centre. I continued in this position till early 1992, when I went on leave to work full-time as the Team Leader of Multipurpose Cyclone Shelter Project of UNDP/World Bank. The Centre offered computing facilities not only to students and teachers of BUET, but also to teachers and postgraduate students of other Universities in Bangladesh. With help from a large number of teachers of different departments at BUET, who by that time had become proficient in computer programming, we also started offering regular 4-week long programming courses (in FORTRAN IV and COBOL) to people from outside the University. The facilities were also extended to outside organizations, both from public and private sectors. Many government agencies like Planning Commission, Bangladesh Bureau of Statistics, international research organization ICDDRB, were regular users for various applications. The money earned by the University from offering these services enabled BUET to buy a new, faster and larger computer IBM 4331. Within a few years, the BUET Computer Centre became the largest computing facility in the country. The decade of 1980s was very important in the history of computing in Bangladesh - large scale applications were initiated in various fields (both scientific and commercial) and the first generation of computing professionals, many of whom trained at BUET Computer Centre, started their careers. I was fortunate in being closely involved with these initiatives, which subsequently led to my involvement with formulation of national level policies and plans in the field of ICT. ▶

Writer : Vice-Chancellor, University of Asia Pacific

আইসিটি অধিদপ্তরে উপ-পরিচালক হিসেবে যোগ দিলেন মো: মিজানুর রহমান

নিজস্ব রিপোর্ট:

মহাপরিচালকের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

(১ম পৃষ্ঠার পর) এ, কে, এম, খায়রুল আলম ৩১ ডিসেম্বর ১৯৫৯ সালে কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার উপজেলার অন্তর্গত দেবিদ্বার পৌরসভার বানিয়াপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে কৃতিত্বের সাথে বিএসএস (সম্মান) এবং এমএসএস ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৯৮৫ ব্যাচের একজন কর্মকর্তা।

এ, কে, এম, খায়রুল আলম ১৯৮৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সহকারী কমিশনার হিসেবে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় রাজশাহীতে সরকারি চাকরি জীবন শুরু করেন। সেখানে ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন হওয়ার পর পাবনা কালেক্টরেটে সহকারী কমিশনার হিসেবে নিয়মিত পোস্টিং লাভ করেন। তিনি মাঠ পর্যায়ে সহকারী কমিশনার, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর, উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সিনিয়র সহকারী কমিশনার, রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জেলা প্রশাসক হিসেবে খাগড়াছড়ি জেলায় দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনে জেনারেল ম্যানেজার, সচিব, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি সিনিয়র সহকারী সচিব হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, উপসচিব হিসেবে বিদ্যুৎ বিভাগ, যুগ্মসচিব হিসেবে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ কাউন্সিলের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অতিরিক্ত সচিব হিসেবে সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) পদে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

চাকুরী জীবনে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তিনি বিএমএ প্রশিক্ষণ, ট্রেজারি প্রশিক্ষণ, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, আইন ও প্রশাসন প্রশিক্ষণ, সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ (সংক্ষিপ্ত কোর্স), শিশু অধিকার বিষয়ে বেসিক প্রশিক্ষণ, জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, হিসাব এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কোর্স, এসিএডি কোর্স, ম্যানেজিং এট দি টপ-২ প্রশিক্ষণ এবং সিনিয়র স্টাফ কোর্সসহ চাকরির অত্যাবশ্যকীয় সকল প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেন। তিনি প্রশিক্ষণ এবং সরকারি সফর উপলক্ষে সিঙ্গাপুর, আরব আমিরাত, থাইল্যাণ্ড, ভারত, চীন, ভিয়েতনাম ও সৌদি আরব ভ্রমণ করেন।

এ, কে, এম, খায়রুল আলম জীবনের প্রতিটি স্তরেই নিজের দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। তিনি মানব সম্পদ উন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন বা প্রতিষ্ঠার সাথে যুক্ত থেকেছেন। তিনি কক্সবাজার বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তিনি খাগড়াছড়ি জেলায় জেলা প্রশাসক থাকা কালে খাগড়াছড়ি বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দেবিদ্বার পৌর এলাকায় জালাল উদ্দিন আহমেদ ফাউন্ডেশন এবং জালাল উদ্দিন আহমেদ ফাউন্ডেশন স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়াও সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জসীম উদ্দিন হল এলামনাই এসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষক সদস্য। তিনি অসহায় দরিদ্র রোগীদের উন্নত চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় দেবিদ্বার পৌর এলাকায় জালাল উদ্দিন আহমেদ ফাউন্ডেশন কমিউনিটি ভিত্তিক মা, শিশু ও ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন।

তিনি খাগড়াছড়ি জেলায় জেলা প্রশাসক থাকা কালে উচ্চ ফলনশীল ধানের ফলন বৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রথম সারা জেলায় লাইন করে ধানের চারা লাগানোর পদ্ধতি চালু করেন। পূর্বে এই জেলার কৃষকগণ এলোমেলোভাবে ধানের চারা রোপণ করতেন। তাছাড়া পোকামাকড়ের হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য তিনি জেলায় পার্সিং পদ্ধতি চালু করেন। খাগড়াছড়ি জেলায় রাসায়নিক সার বরাদ্দের স্বল্পতা থাকায় জেলায় কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য রেশনিং পদ্ধতিতে সার বণ্টন করা হতো। জেলার চাহিদা মোতাবেক সার বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে পর্যাপ্ত সার বরাদ্দ নিশ্চিত করেন এবং সারের রেশনিং পদ্ধতি তুলে দেন যা আজও অব্যাহত আছে। তিনি খাগড়াছড়িসহ তিন পার্বত্য জেলায় মোবাইল নেটওয়ার্ক চালুর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সমাজসেবায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য ২০১৭ সালে তিনি ইন্দিরা গান্ধী পদক এবং মহাত্মা গান্ধী শান্তি পদকে ভূষিত হন।

তিনি অসাধারণ কর্মদক্ষতার মাধ্যমে দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর যাবত প্রশাসনের বিভিন্ন পদে কর্মরত থেকে তাঁর যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

তিনি মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মরহুম জালাল উদ্দিন আহমেদ এবং মরহুমা জমিলা খানম এর চতুর্থ সন্তান। তাঁর স্ত্রীর নাম সাজেদা বেগম। তিনি তিন কন্যা সন্তান ডা. রাইসা বিন্‌তে খায়রুল, তামান্না বিন্‌তে খায়রুল ও তাসনিম বিন্‌তে খায়রুল এর জনক। ▶

দায়িত্ব গ্রহণের পর অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মহাপরিচালক *ছবি: হোসাইন সৌরভ*

উপসচিব হলেন মোহাম্মদ আবুল হাশেম

হোসাইন সৌরভ: আইসিটি অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মোহাম্মদ আবুল হাশেম সম্প্রতি উপ-সচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। এ উপলক্ষে গত ১১ মার্চ আইসিটি অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এতে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মালিহা নার্গিস (অতিরিক্ত সচিব), সিস্টেমস্ ম্যানেজার মো: মহসিনুল আলম (যুগ্মসচিব), পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান, উপ-পরিচালক (প্রশাসন) মোস্তাইন বিল্লাহ প্রমুখ। ▶

চলমান রয়েছে।

- * বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আইটিতে দক্ষ করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাব গড়ে তোলা হয়েছে।
- * তরুণদের উৎসাহ, উদ্বুদ্ধ এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত করতে জাতীয় স্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।
- * দেশের ৩০ হাজারেরও অধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম। যার ফলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে, পাঠ হয়েছে প্রাণবন্ত।
- * এমএমসি এ্যাপসের মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম মনিটরিং ও মেনটরিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- * শিক্ষকবৃন্দের ওয়েব পোর্টাল 'শিক্ষক বাতায়ন' ইতিমধ্যে ৩ লাখের অধিক সদস্য হয়ে নিয়মিত কনটেন্ট আপলোড করছেন। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা খাত হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
- * আইসিটি খাতে বাংলাদেশের এই স্বদর্প পদাচারণার স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান। প্রদান করেছে সম্মানজনক এওয়ার্ড।

অবকাঠামো তৈরি, শিক্ষার মাধ্যমে জনসম্পদ তৈরি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং শিল্পের বিকাশ ঘটিয়ে রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে এ খাতের আয় ৫ বিলিয়ন ডলার এবং ২০৪১ সালে ৫০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার সঠিক লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। বাস্তবায়িত হচ্ছে শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ। আমরা এগিয়ে চলেছি ১৬ কোটি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির পথে, এই মুক্তির মধ্যেই নিহিত জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা।

লেখক: তথ্যপ্রযুক্তিবিদ

গত ১৪ মার্চ, ২০১৮ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরে উপ-পরিচালক (অর্থ) হিসেবে যোগদান করেন বিসিএস ২৫ ব্যাচের কর্মকর্তা মো: মিজানুর রহমান। আইসিটি অধিদপ্তরে যোগদানের পূর্বে তিনি ফরিদপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

জুনের আগেই আসছে দেশে সংযোজিত স্যামসাং হ্যান্ডসেট

ডেস্ক রিপোর্ট: বাংলাদেশে সংযোজিত স্যামসাং হ্যাণ্ডসেট জুনের মধ্যেই বাজারে আসছে। নরসিংদীতে স্থাপিত কারখানায় সংযোজিত হ্যাণ্ডসেট বাংলাদেশের গ্রাহকরা বেশ কম দামেই পাবেন। গত ৩ এপ্রিল স্থানীয় একটি হোটেলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানায় স্যামসাং এবং স্যামসাংয়ের দেশীয় অংশীদার ফেয়ার ইলেক্ট্রনিকস। সংবাদ সম্মেলনে ফেয়ার গ্রুপের চিফ মার্কেটিং অফিসার মেসবাহ উদ্দিন জানান, এই কারখানায় মূলত ফোরজি স্মার্টফোন সংযোজন করবে স্যামসাং। আন্তর্জাতিক মান ঠিক রেখে এই স্মার্টফোনগুলো গ্রাহকদের বেশ কম দামেই দেওয়া হবে।

কারখানাটির আয়তন হবে ৫৮ হাজার স্কয়ার ফুট। এতে ৫ শত লোকের কর্মসংস্থান হবে।

ঘোষণা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের গুরুত্বপুর্ণ সংবাদ এই নিউজলেটারে প্রকাশ করা হবে। *সম্পাদক*

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশকে এগিয়ে নিচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ আজ বাস্তবতায় রূপ নিতে চলেছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উন্নয়ন নীতি বিষয়ক কমিটির (সিডিপি) ১২ থেকে ১৬ মার্চ অনুষ্ঠিত ত্রিবার্ষিক সভায় বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে ওঠার যোগ্যতা অর্জনের স্বীকৃতি দিয়েছে। দেশের মাথাপিছু আয়, মানব সম্পদ সূচক ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক–তিন সূচকেই বাংলাদেশ এগিয়েছে। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের বাস্তবমুখী পরিকল্পনা ও যথাযথ বাস্তবায়নে এই অর্জন সম্ভব হয়েছে।

২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু কন্যা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞানভিত্তিক ও মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার পরিকল্পনার যে রূপকল্প ঘোষণা দেন তারই প্রতিফলন এ অর্জন। একইভাবে উন্নত বাংলাদেশ গড়তে শেখ হাসিনা রূপকল্প-২০৪১ ঘোষণা করেন। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে তখন তথ্যপ্রযুক্তির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়। ফলে দেশের অবিস্মরণীয় উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও অগ্রগতিতে সাফল্য এসেছে। কানেকটিং ডিজিটাল বাংলাদেশ, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্ণমেন্ট ও আইসিটি ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন স্বপ্নের মতো উন্নয়ন ত্বরান্বিত করেছে। আজ কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও মানবাধিকার নিশ্চিত করতে, সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনতে তথ্যপ্রযুক্তিসহ অন্যান্য খাতে যথাযথভাবে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে। ফলে জনগণ তার মূল্যবান সময় ও অর্থের অপচয় থেকে শুধু রেহাই পাচ্ছেন না, তারা নিজেদের প্রয়োজনে আয়ও করতে পারছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং বা বিপিও খাতের অবস্থান তুলে ধরতে ১৫ ও ১৬ এপ্রিল তৃতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'বিপিও সামিট বাংলাদেশ-২০১৮'। এ সামিট আয়োজন করছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কলসেন্টার এণ্ড আউটসোর্সিং (বাক্য)। দু'দিনব্যাপী এ সামিট উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। আমরা এ সামিটের সর্বাঙ্গীণ সফল্য কামনা করি।

আমরা ইউরোপের রেনেসাঁ বিপ্লবের কথা জানি। সে বিপ্লব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের সূচনা করে। বাঙালি হিসেবে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিপ্লবের চিন্তা ছিলো সুদূর পরাহত। আজ সময়ের পালা বদলের ধারায় বাংলাদেশ ডিজিটাল বিপ্লবে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। বর্তমান সরকার মেট্রোরেল, গভীর সমুদ্র-বন্দর, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, ডিজিটাল আইল্যাণ্ড প্রকল্পগুলো এগিয়ে নিচ্ছে। ইতোমধ্যে সবার জন্যে ফোর-জি সেবা চালু করা হয়েছে। সরকার স্বল্পসময়ে তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তি সেবা পৌঁছে দিয়েছে, যার সুফল গ্রামের মানুষও পাচ্ছে। হাইটেক পার্ক নির্মাণের মাধ্যমে প্রযুক্তিতে দক্ষ প্রজন্ম তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার যা ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। তথ্যপ্রযুক্তির মহাসড়কে উঠে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হয়ে উঠেছে। এভাবে দেশ এগিয়ে যেতে থাকলে আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত হবে বাংলাদেশ, বিশ্বে পরিচয় হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের উন্নত দেশ হিসেবে। আমরা সেদিনের প্রত্যাশায় আছি।

সবাইকে বাংলা ১৪২৫ শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা।

দৃষ্টিপাত

তথ্যপ্রযুক্তি সেবাখাত ও অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশের অর্জন

আবু ছালেহ মো. মুছা

ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আজ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন। এ যেন আধুনিক সোনার বাংলা বিনির্মাণে জাতির পিতার কাছে কন্যার দায়বদ্ধতা। তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ জাতির জনকের দৌহিত্র বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের দিকনির্দেশনায় আইসিটি বিভাগ ও অধিদপ্তর কাজ করে চলেছে এক সম্ভাবনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে।

২০২১ সালের মধ্যে আইসিটি পেশাজীবীর সংখ্যা ২০ লাখে উন্নীত করা, আইসিটি খাতে ৫ বিলিয়ন ডলার এবং জিডিপিতে এ খাতের অবদান ৫ শতাংশ নিশ্চিত করতে কাজ করছে সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্মেন্ট এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ এই চারটি মূল স্তম্ভকে ভিত্তি করে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ইতিমধ্যে টানা ২য় মেয়াদের ৪র্থ বছর অতিক্রম করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ কার্যক্রম বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সফলতার প্রতিফলন নিম্নরূপ:

NETWORK SEARCH
NETWORKING

- * অবকাঠামো প্রতিষ্ঠায় ইতোমধ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনা হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দিতে গৃহীত হয়েছে ইনফো সরকার-৩ প্রকল্প।
- * ইউনিয়ন পর্যায়ে উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দেয়ায় ইউনিয়ন সেবাকেন্দ্র থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সর্বস্তরের সব মানুষ ঘরে বসে সকল সুবিধা সহজেই পাচ্ছে।
- * তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশ্বমানের কর্মসংস্থান গড়ে তোলার পাশাপাশি আইসিটি শিল্পের বিকাশে কালিয়াকৈরে ৩৫৫ একর জমির উপরে বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি পার্ক নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে।
- * যশোরে ১২.১৩ একর জমির উপর গড়ে তোলা শেখ হাসিনা সফ্টওয়্যার টেকনোলজি পার্কের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে।
- * রাজশাহীতে বঙ্গবন্ধু সিলিকন সিটি, সিলেটে ইলেক্ট্রনিক সিটি প্রতিষ্ঠা সহ সারাদেশে মোট ২৮টি আইটি পার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে।
- * তথ্য ও প্রযুক্তি ডাটার নিরাপত্তায় ২০১৬ সালে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের জাতীয় টিয়ার-৩ ডাটা সেন্টার আইএসও ২৭০০১ সনদ লাভ করে।
- * সরকারের ২৫ হাজার ওয়েব সাইট, মেইল হোস্টিং সার্ভিস, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার তালিকার তথ্যভাণ্ডার সহ ও ই-সেবা কার্যক্রম এই ডাটা সেন্টার থেকে হোস্ট

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION
FUTURE IS HERE
DoICT
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT
আইসিটি নিউজলেটার
ঢাকা, এপ্রিল-২০১৮
৩

An Exciting Journey through Early Days of Computing

Prof. Dr. Jamilur Reza Choudhury

The day after graduating from Engineering University in September, 1963, I started working as a Lecturer in the Department of Civil Engineering in the same university. Within a few months, I was fortunate in getting a scholarship to pursue higher studies leading to PhD in UK. I left for UK for higher studies in September, 1964. I had earlier decided to pursue postgraduate studies in Structural Engineering at University of Southampton. Our classes started in the first week of October and one of the subjects we had to study was Computer Programming and Numerical Methods. The teacher was a young Lecturer from the Computer Centre of the university; prior to starting his lectures, he took us for a visit to the Computer Centre. Although I had been reading about computers in newspapers and scientific magazines, it was my first experience of seeing a computer an impressive array of boxes with blinking lights. Those were the early days of mainframe computer and Southampton University was one of the first universities in the UK to install a "Ferranti Pegasus" computer - a first generation mainframe computer.

Ferranti Pegasus Computer, Southampton University
(source: Victoria and Albert Museum, London, Exhibition 2017)

We were told that the computer had already been used for structural design of Sydney Opera House - perhaps the first time a computer had been used for structural design anywhere in the world! The programming language we were taught was Autocode, which had very limited features compared to modern day programming languages. For example, it allowed only two types of variables viz. integers and real (decimal) numbers. All the integer variables had to be named *i1, i2, i3* .... (i.e. no freedom in naming variables !) and similarly the real variables were named *v1, v2, v3.* .... Each line of instruction in the code could have only one arithmetic operation, viz. addition, subtraction, multiplication and division. This meant that in order to write any expression like a polynomial, e.g. *ax2 + bx +c,* it would require at least seven or eight lines of code. The input medium was punched paper tape similar to what used to be seen in TELEX machines.

I remember the first computer program we were asked to write was on solving quadratic equations. The program as well as data had to be entered into a machine using a keyboard, which would produce a 5-hole punched paper-tape as output. Although there used to be operators who were operating the computer, the users were allowed to carry the paper-tape inside the computer room, operate the paper-tape reader located on one side of the console, and use the toggle switches on the computer console to read in the program, followed by data, into the computer memory, which was based on drums with magnetic coating. The program had to be made error-free and the

lectures on numerical analysis. These included matrix manipulation, solution of simultaneous equations by different methods, numerical integration, solution of transcendental equations etc. However, my first opportunity of using a computer for engineering design work arose in May, 1965, when I was working on my design project as part of Masters' degree in Advanced Structural Engineering. The project was to design a new airport at Eastleigh, on the outskirts of Southampton. It was a group project. The three of us in our group prepared the overall plan of the airport and shared the responsibilities of preparing the structural design of different structures of the airport. I selected the design of the airport hangar and after exploring different options, the structural system I selected for the roof was Elliptic Paraboloid shell, supported on arches on the four edges. Before carrying out the design, I wrote a computer program using Autocode for the analysis of the concrete shell roof and the supporting arches. I was so fascinated by the capability of the computer that I decided to pursue my research project for my Ph.D. degree on computer aided design of high rise buildings, rather than continue with the experimental work I was doing on high-strength concrete beams for my Masters' degree.

I started my Ph.D. research work in October 1965 and over the next two years my efforts were directed mainly towards developing a computer program which could analyse any tall building comprising beams, columns, shear walls and floor slabs. By that time finite element method had been developed and was being used in some structural analysis programs. In 1965, Southampton University had installed a relatively more powerful 3rd generation computer ICL 1905; the language which I used in developing the program was ALGOL which was more popular in the UK and other European countries, because it was thought that the features of ALGOL were more powerful than FORTRAN which was being promoted my IBM. The input medium in the new computer was punched cards. I had to learn the new programming language ALGOL and then switch over from punched paper tapes to punched cards. The computer had limited memory, which created problems for running big programs and handling large matrices (e.g. 1000 x 1000). As the program started becoming bigger and bigger, with thousands of lines of code, I realized that it was not possible to run the program in the Southampton University computer. At that time the ATLAS computer at Didcot near Oxford was made available to researchers

mode. We had to wait for hours to get the results. Unfortunately, if there was a single error in any line of instruction, the program would be rejected. This meant that travelling for two hours each way from Southampton to Didcot and waiting for hours at night, and then finding out the following morning that due to a small error the whole efforts had been fruitless. Finally, after a lot of effort I was able to come up with an error free computer program which produced all the results which are required for design of high-rise buildings. In the meantime, there were other researchers in our group at Southampton University who were not so well-versed in computer programming. They would come to me to get help on how to write computer programs for solving their research problems. This also included my friends from other departments including Economics, Aeronautical Engineering and some other fields.

I returned to Dhaka after completing my PhD degree in 1968. By that time, a second generation mainframe computer (IBM 1620) had been installed in 1964 at the Atomic Energy Centre, Dhaka, which was the first such computer to be installed anywhere in South Asia. Although, this was installed mainly to support research by the scientists at the centre, the services were made available to faculty members and students of DU and BUET. By that time, I realized that computers were going to play very important role in all engineering designs in future. So, I proposed to the Board of Studies of Civil Engineering Department, BUET, that a new course on computer programming should be introduced as a compulsory subject for undergraduate students . I developed the syllabus for two courses (viz. Computer Programming and Numerical Methods) and these were approved. I started teaching the subjects in second and third year classes. I was happy to see some young teachers also attending the classes. The IBM 1620 at AEC had only Fortran II compilers in early 1969; therefore, all programs had to be within Fortran II language programs. I had to learn Fortran II and started teaching computer programming using Fortran. It was a very difficult task because access to computer was very limited. I could realize that the students were having difficulties in grasping some of the basic concepts of algorithm development and coding. By that time, there were few other teachers at the Engineering University who had returned from higher studies abroad and were keen on introducing computer programming in the curricula of their departments. The necessity of having a computer at BUET was strongly felt. So a committee led by Prof. Dr. Abdul Matin Patwari was appointed to develop a project for procuring a computer for the university. It took quite a few years for the efforts to be successful; the main problems were not only raising enough financial resources to procure and install a mainframe computer, but also to get the fund in foreign currency. The

> The course offered at Southampton University Computer Centre included many lectures on numerical analysis. These included matrix manipulation, solution of simultaneous equations by different methods, numerical integration, solution of transcendental equations etc. However, my first opportunity of using a computer for engineering design work arose in May, 1965, when I was working on my design project as part of Masters' degree in Advanced Structural Engineering.

> I had to travel to Didcot with box full of cards to run my computer program overnight. The computer had batch processing capabilities. We had to submit the cards (containing the program followed by data) to the operators who would read these into the computer and store on magnetic tapes, put it into a queue and run it in batch mode. We had to wait for hours to get the results. Unfortunately, if there was a single error in any line of instruction, the program would be rejected.

করা হচ্ছে।

* ই-গভর্মেন্ট বাস্তবায়নে জনপ্রশাসন কর্মীদের জন্য আলাপন এপ্লিকেশন তৈরি, জরুরি প্রয়োজনীয় সব ধরনের সরকারি সেবা সহজলভ্য করতে পরীক্ষামূলকভাবে মোবাইল ফোন ভিত্তিক ন্যাশনাল হেল্প ডেস্ক ৯৯৯ চালু করা হয়েছে।

(বাকি অংশ ২-এর পৃষ্ঠায়)

DoICT
শুভ নববর্ষ ১৪২৫

আমাদের অগণিত পাঠক, শুভানুধ্যায়ীসহ আইসিটি পরিবারের সবাইকে বাংলা নববর্ষ ১৪২৫ এর শুভেচ্ছা। নতুন বছর সকলের জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল শান্তি ও সমৃদ্ধি।

-সম্পাদক

data sequence would have to conform to the sequence mentioned in the program. The results would be output in the form of punched paper tape. These had to be taken to the offline printers to get it printed. I remember, it took a number of efforts to write the correct and error-free program and come up with the results of the quadratic equations. Although over the next fifty years, I have written large number of computer programs using various languages, the excitement and joy of using a computer to solve a quadratic equation has very rarely been surpassed later in my life.

The course offered at Southampton University Computer Centre included many

Atlas Computer, Didcot, UK
(source : http://www.chilton-computing.org.uk)

from all British universities. ATLAS was considered the largest and the fastest computer at that time.

I had to travel to Didcot with box full of cards to run my computer program overnight. The computer had batch processing capabilities. We had to submit the cards (containing the program followed by data) to the operators who would read these into the computer and store on magnetic tapes, put it into a queue and run it in batch

approximate price was Tk. 1 crore which was almost equal to total annual budget of BUET for procurement of new equipment for all departments. So, a decision was made that in the financial year 1978-79, all departments will surrender their allocation and would not buy any laboratory equipment and all the money would be used for buying a computer. The taka amount was used to buy UNESCO Coupons in US Dollars. In selecting the configuration of the computer, our choice was limited because IMB was the only manufacturer which offered after sales support and maintenance service with engineering personnel stationed in Bangladesh. We decided to go for what was, at that time, the latest

(বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

ঢাকা জেলায় ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সাঈফ মো: জুলকার নাঈন চৌধুরী: আইসিটি অধিদপ্তর ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম-এর সহায়তায় গত ১৪-১৫ মার্চ, ২০১৮ ঢাকা জেলা প্রশাসন কর্তৃক ২টি ব্যাচে ০২ দিনের ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রশক্ষিণে ঢাকা বিভাগের ১১ টি দপ্তরের ৫০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, (শিক্ষা ও আইসিটি) ফৌজিয়া রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক আবু ছালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান। সাঈফ মো: জুলকার নাঈন চৌধুরী, সহকারী প্রোগ্রামার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও মাহফুজ মাহমুদ ইসতিয়াক আহমেদ, সহকারী প্রোগ্রামার, উপজেলা কার্যালয়, ধামরাই, প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন। উল্লেখ্য, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ঢাকা জেলা প্রশাসনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং আইসিটি অধিদপ্তর ও এটুআই-এর সহায়তায় সমাপ্ত ৮টি নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ২০০ জন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন। ▶

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১৮
অংশগ্রহণে: আইসিটি অধিদপ্তর, বান্দরবান

মোহাম্মদ ছুরত আলম আকাশ: গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ৩ দিনব্যাপী 'ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১৮' অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ মেলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন সেবা প্রদান করে। মেলায় দর্শনার্থীদেরকে অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড তুলে ধরার পাশাপাশি ইন্টারনেট সেবা, ই-মেইল, ফেসবুক আইডি তৈরি, ওয়েব পোর্টাল ও নথি বিষয়ে তাৎক্ষণিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া বিভিন্ন স্কুলে হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যার বিষয়ে সাপোর্ট প্রদান করা হয়।

মেলায় অন্যতম আকর্ষণীয় ইভেন্ট ছিল আইসিটি বিভাগের স্মার্ট বাস। ওয়াইফাইসহ ১৬টি ল্যাপটপ সমৃদ্ধ এই স্মার্ট বাসে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়। মেলা চলাকালীন সময়ে দর্শনার্থীদের জন্য এই বাস পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

জেলা প্রশাসনের সহায়তায় আইসিটি অধিদপ্তরের সহকারী প্রোগ্রামার মোহাম্মদ ছুরত আলম আকাশ ও কম্পিউটার অপারেটর তপু দত্ত মেলায় সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। ▶

কুমিল্লায় আইসিটি মহাপরিচালকের শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব পরিদর্শন

ল্যাব পরিদর্শন করছেন মহাপরিচালক এ, কে, এম, খায়রুল আলম

মো: আমিনুল ইসলাম: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ, কে, এম, খায়রুল আলম (অতিরিক্ত সচিব) গত ৯ মার্চ কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার গৌরীপুর সুবল আফতাব উচ্চ বিদ্যালয় ও কুমিল্লা জিলা স্কুলে 'সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব প্রকল্প' এর আওতায় স্থাপিত 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' পরিদর্শন করেন। এ সময় মহাপরিচালক 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। পরিদর্শন কালে আইসিটি অধিদপ্তরের স্থানীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মহাপরিচালককে স্বাগত জানান। ▶

নারায়ণগঞ্জে ই-ফাইল বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ই-ফাইল (নথি) সিস্টেম বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মো: তারিফুল ইসলাম চৌধুরী: গত ২০ ও ২১ মার্চ, ২০১৮ নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ই-ফাইল (নথি) ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৩য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ ইসদার রাবেয়া হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়ের শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক রাব্বী মিয়া। সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (আইসিটি) মো: রেজাউল বারী। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ইসলামি ফাউন্ডেশন, গণপূর্ত, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় শিক্ষা, সমবায় অংশগ্রহণ করে। সহযোগিতায় ছিল এটুআই প্রোগ্রাম। ▶

জামালপুর সংবাদ

প্রশিক্ষণ কর্মশালা

ই-ফাইল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

নিজস্ব প্রতিবেদক: গত ১২ মার্চ, ২০১৮ জামালপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ই-ফাইল (নথি ব্যবস্থাপনা) বিষয়ক ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের কম্পিউটার ল্যাবে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুরের জেলা প্রশাসক আহমেদ কবীর। সভাপতি ছিলেন মোহাম্মদ কবির উদ্দীন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইমরান, এটুআই-এর ফোকাল পয়েন্ট এবং আইসিটি অধিদপ্তর, জামালপুর সদরের সহকারী প্রোগ্রামার মোছাম্মাৎ উম্মে মারজিয়া। জেলার ৮টি সরকারি অফিসের সর্বমোট ২৫ জনকে ই-ফাইল (নথি ব্যবস্থাপনা) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সহযোগিতায় ছিল মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রাম। ▶

এজেন্ট ব্যাংকিং পরিচর্যা কর্মশালা

মোছাম্মাৎ উম্মে মারজিয়া: গত ৪ মার্চ, ২০১৮ জামালপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের হল রুমে 'এজেন্ট ব্যাংকিং পরিচর্যা কর্মশালা' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন জেলা প্রশাসক আহমেদ কবীর, উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার খন্দকার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোহাম্মদ কবির উদ্দীন এবং ব্যাংক এশিয়া লিমিটেডের ইউডিসি এজেন্ট ব্যাংকিং প্রধান মো: জাকির হোসেন ভূইয়া, এজেন্ট ব্যাংকিং বিভাগের ব্যবস্থাপক মো: আব্দুল মাজেদ মণ্ডল, ড. আহসান হাবিব সিদ্দিকী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর জামালপুর সদরের সহকারী প্রোগ্রামার মোছাম্মাৎ উম্মে মারজিয়া। জেলার সকল ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সচিব, ইউপি উদ্যোক্তা, পিডিসি উদ্যোক্তা, প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। ▶

পটুয়াখালীতে ই-নথি সিস্টেম বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

ই-নথি সিস্টেম বিষয়ক দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মো: হাফিস আল আসাদ: গত ১৮ ও ১৯ মার্চ, ২০১৮ পটুয়াখালী জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে ই-নথি সিস্টেম বিষয়ক ২ দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মো. মাসুমুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. নূরুল হাফিজ। আইসিটি অধিদপ্তরের সহকারী প্রোগ্রামার মো: হাফিস আল আসাদ এতে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ▶

বরগুনায় ওয়েব পোর্টাল প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ

মো: মিলন গাজী: গত ২ এপ্রিল, ২০১৮ বরগুনা জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে ওয়েব পোর্টাল প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মো: মোখলেছুর রহমান। এ সময়ে উপ-পরিচালক (উপসচিব), স্থানীয় সরকার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন, সহকারী প্রোগ্রামার মো: মাইনুল ইসলাম, এটুআই, মো: নাজমুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার, এটুআই, মো: মিলন গাজী, সহকারী প্রোগ্রামার, বরগুনা। বরগুনা জেলার সকল কর্মকর্তাদের ওয়েবপোর্টাল বিষয়ে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ▶

লক্ষ্মীপুর সংবাদ

লক্ষ্মীপুরে ই-ফাইল সিস্টেম বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ই-ফাইল সিস্টেম বিষয়ক প্রশিক্ষ
প্রধান অতিথি: জনাব মোহাম্মদ নুরুজ্জামান

নিজস্ব প্রতিবেদক: গত ২১-২২ মার্চ, ২০১৮ লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ২ দিনব্যাপী ই-ফাইল সিস্টেম বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা রিসোর্স সেন্টার প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্সে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ নুরুজ্জামান। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান, সহকারী প্রোগ্রামার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, লক্ষ্মীপুর সদর। উপজেলাধীন ৮টি সরকারি দপ্তরের ২৫জন কর্মকর্তা-কর্মচারী উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। ▶

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম মনিটরিং অ্যাপ ব্যবহার সংক্রান্ত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান: গত ১৮ মার্চ উপজেলা প্রশাসন, লক্ষ্মীপুর সদরের তত্ত্বাবধানে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস ও দালাল বাজার ফাতেমা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় ৩৫টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক ও ১জন সহকারী শিক্ষকের অংশগ্রহণে উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক তৈরিকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম মনিটরিং অ্যাপ ব্যবহার সংক্রান্ত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান, সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি অধিদপ্তর এবং জাহিদুল আলম, উপজেলা টেকনিশিয়ান, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, লক্ষ্মীপুর সদর। ▶

ময়মনসিংহ সংবাদ

ফুলপুর উপজেলায় আইসিটির শ্রেষ্ঠ ১০ জন শিক্ষককে পুরস্কার প্রদান

সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক : গত ১৫ মার্চ, ২০১৮ ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস এবং আইসিটি অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে উপজেলার সেরা মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট আপলোডকারী, শতভাগ শিক্ষক ও শতভাগ কিশোর বাতায়নের সদস্যকরণ এবং শতভাগ মুক্তপাঠের সদস্যকরণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ১০ জন আইসিটি শিক্ষককে পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রাশেদ হোসেন চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো: মোস্তাফিজুর রহমান ভুঞা, একাডেমিক সুপারভাইজার পরিতোষ সূত্রধর এবং আইসিটি অধিদপ্তর ফুলপুরের সহকারী প্রোগ্রামার হাবিবুল্লাহ। ▶

নান্দাইল রোড উচ্চ বিদ্যালয়ে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন

হাবিবুল্লাহ : গত ২৭ মার্চ, ২০১৮

চুয়াডাঙ্গায় ডিজিটাল সেন্টার শক্তিশালী ও টেকসইকরণ বিষয়ক কর্মশালা

প্রস্ফুট মণ্ডল: গত ১ এপ্রিল, ২০১৮ থেকে চুয়াডাঙ্গাতে অনুষ্ঠিত হয়েছে ৩ দিনব্যাপী ডিজিটাল সেন্টার শক্তিশালী ও টেকসইকরণ বিষয়ক উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালা। উক্ত কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক জিয়াউদ্দীন আহমেদ। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মো: জসিম উদ্দীন, সহকারী কমিশনার (আইসিটি) চৌধুরী মুস্তাফিজুর রহমান, সহকারী শিক্ষক লেলিন হোসেন। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন সহকারী প্রোগ্রামার প্রস্ফুট মণ্ডল। ▶

ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার নান্দাইল রোড উচ্চ বিদ্যালয়ে স্থাপিত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে দুটি ব্যাচে মোট ৬৮ জন ছাত্র/ছাত্রীদের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: হাফিজুর রহমান। উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, রোকন উদ্দিন আহম্মেদ, আইসিটি অধিদপ্তরের সহকারী প্রোগ্রামার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) হাবিবুল্লাহ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকসহ সকল শিক্ষকবৃন্দ। ▶

লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প ও কিছু কথা

বিশেষ প্রতিবেদক: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সম্ভাবনাময় প্রকল্প 'লার্নিং এণ্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প'। শুরু হয়েছে ২০১৪ সনের জানুয়ারিতে। প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্দ প্রায় ৩২০ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে প্রথম সংশোধনী মোতাবেক ২০১৭ সনের জুনে প্রথম পর্যায় শেষ হয়েছে। ২য় সংশোধনী মোতাবেক প্রকল্প ২০১৮ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে বিশেষভাবে ১৩,০০০ জনকে Professional Outsourcing Training দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে কমপক্ষে ২০% নারী এবং ১২৯৪০ জন আত্মকর্মী ফ্রিল্যান্সার হয়ে জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ১৬ লক্ষ ডলার আয় করেছে মর্মে তথ্য পাওয়া গেছে। ২য় পর্যায়ে আবার ৪০,০০০ জনকে Professional Outsourcing Training দেয়া হবে। সম্প্রতি প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদিত হয়েছে এবং বিভাজিত বাজেট বরাদ্দ এসেছে। ফলে প্রকল্পের কাজ নতুন মাত্রায় শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের মতো ২য় পর্যায়েও নারীদের প্রশিক্ষণের জন্য কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে এ প্রকল্পে ২০০০০ জন নারীকে উন্নয়ন পর্যায়ে IT Training দেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পে এছাড়াও ৬টি Digital Training Bus এর ল্যাবের সহযোগিতায় সারাদেশে উপজেলা পর্যায়ে ১৬৬,২৫০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেবার কর্মকাণ্ড চলমান রয়েছে। দেশব্যাপী লার্নিং এণ্ড আর্নিং প্রশিক্ষণ গ্রহণের সাড়া পড়েছে। এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য নাম রেজিস্ট্রেশন করার প্রক্রিয়া চলমান। আগ্রহী প্রার্থী ledp.ictd.gov.bd এ domain প্রবেশ করে LEDP Monitoring System এ ঢুকে Registration অপশনে গিয়ে প্রশিক্ষণের জন্য তার নাম Registration করতে পারেন। Ghver সেখানে ১৩৪,০০০ জনের বেশি আবেদনকারী নাম Registration করেছেন মর্মে জানা যায়। প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণে মাঠ পযায়ের প্রশিক্ষণ তদারকির জন্য ফেব্রুয়ারি ২০১৭ হতে Facebook live ব্যবহার করা হয়। এছাড়া March ২০১৭ থেকে প্রতি ভেন্যুতে Facebook ও Skype এ তদারকি শুরু হয়। এর পরে প্রশিক্ষণার্থীদের হাজিরা তথ্য সংরক্ষণের জন্য biometric system সকল কেন্দ্রে একযোগে ব্যবহার শুরু হয়। আশা করা হচ্ছে ২য় পর্যায়ের ৪০,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেবার ক্ষেত্রে এসব ব্যবস্থাকে আরো কার্যকরভাবে ব্যবহার করার পদক্ষেপ গৃহীত হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারীদের আইসিটি জ্ঞানোন্নয়নে এ প্রকল্প দেশব্যাপী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ▶

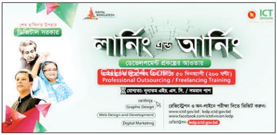
DIGITAL BANGLADESH
ICT DIVISION
শেখ হাসিনার উপহার
ডিজিটাল সরকার
লার্নিং এন্ড আর্নিং
ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায়
৫০ দিনব্যাপী (২০০ ঘন্টা)
Professional Outsourcing / Freelancing Training
যোগ্যতা: ন্যূনতম এইচ. এস. সি. / সমমান পাশ
কোর্সসমূহ:
Graphic Design
Web Design and Development
Digital Marketing
রেজিস্ট্রেশন ও অন-লাইনে পরীক্ষা দিতে ভিজিট করুন:
www.ictd.gov.bd | ledp.ictd.gov.bd
www.facebook.com/ictdivision.ledp
রেজিস্ট্রেশন: ledp.ictd.gov.bd

BPO Summit Bangladesh 2018
Foreign Speaker's List

Serial No.	Name	Designation	Company	Country	Photo
1	Arjun Mishra	Co -Founder & Director	Nabet India	India	
2	Dee Anna Clarke	Chief Financial Officer	Fuse Financial Partners USA	USA	
3	Fida Hossain	Founder & CEO	E2Logicx Corporation	USA	
4	Vigneswaran Rajashekaran	Managing Director	ICT Asia	Malaysia	
5	Krishna Rajkumar Rajashekaran	General Manager	Eurus Corporation Sdn. Bhd.	Malaysia	
6	Zong Chaohui	Executive Chairman	CIC Mutual Trade OBOR International Trade Platform	China	
7	Arijit Chakrabarti	Partner	Technology Consulting	India	

বিপিও বাংলাদেশের নতুন সম্ভাবনা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) চাই-এই মনোভাব থাকতে হবে। দ্বিতীয় যোগ্যতা- 'কমিউনিকেশন স্কিল' তথা যোগাযোগে দক্ষতা।

২০০৮ সাল থেকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে বাংলাদেশে যে 'বিপিও সেক্টর'-এর সূচনা হয়েছিল তা এরই মধ্যে একটি সম্মানের জায়গা তৈরি করতে পেরেছে, নিজেদের সক্ষমতা ও উল্লেখযোগ্যতা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।

বিশ্ব ব্যাংকের পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশ যদি বিপিও খাতকে যথাযথভাবে করায়ত্ত করতে পারে তবে খুব দ্রুতই 'মধ্যম আয়ের' দেশে পরিণত হবে। এমন উদাহরণ আমাদের সামনেই আছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শুধু বিপিও খাতের কার্যকর প্রতিফলনের মাধ্যমে ফিলিপাইন ও ভারত বিশ্বের সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দেশে পরিণত হয়েছে। ভারতের বাৎসরিক আয় ১৫০ বিলিয়ন ডলার, আর এই খাতে ফিলিপাইনের আয় ১৮ বিলিয়ন ডলার। শ্রীলংকাও জোর কদমে এগিয়ে যাচ্ছে, তারাও ইতোমধ্যে বছরে আয় করছে ৩ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশের পক্ষেও এমন অর্জন সম্ভব। কারণ, বাংলাদেশের তরুণ জনগোষ্ঠী কোনো না কোনোভাবে প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত। তাছাড়া, বাংলাদেশের রয়েছে বিপুলসংখ্যক তরুণ জনশক্তি, যা মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ। সর্বশেষ আদমশুমারির তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, বর্তমানে বাংলাদেশে ১৬ থেকে ৩৫ বছর বয়সী মানুষের সংখ্যা প্রায় ১১ কোটি। এর মধ্যে প্রায় ৬৫ শতাংশ জনগোষ্ঠীর বয়স ৩৫ বছরের নিচে। এই ধরনের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট ব্যবহার করে দক্ষিণ কোরিয়া বিগত ৪০ বছরে উন্নত দেশে পরিণত হয়েছে।

আমরাও ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট কাজে লাগিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি তথা বিপিও সেক্টরে সফল হতে পারি। আমাদের উচিত আমাদের বিপুলসংখ্যক তরুণকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়া, সঠিকভাবে কাজে লাগানো। ২০২১ সাল নাগাদ বিপিও খাত থেকে ১ বিলিয়ন ডলার আয় করা তেমন কঠিন কিছু নয়। এজন্য প্রয়োজন সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগ। ▶

লেখক : সভাপতি, বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব কল সেন্টার এণ্ড আউটসোর্সিং (বাক্য)

ফাহিম মাসরুর এসএমই বর্ষসেরা উদ্যোক্তা

হোসাইন সৌরভ: ২০১৮ সালের বর্ষসেরা উদ্যোক্তা (মাঝারি প্রতিষ্ঠান ও সার্ভিস ক্যাটাগরি) হিসেবে পুরস্কার পেয়েছেন শীর্ষস্থানীয় জব পোর্টাল বিডিজবস ডটকমের প্রধান নির্বাহী ও প্রতিষ্ঠাতা ফাহিম মাসরুর।

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশে যেসব ব্যক্তি উদ্যোক্তা হয়েছেন তাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ফাহিম মাসরুর এই পুরস্কার পেলেন।

গত ৪ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে এই পুরস্কার প্রদান করেছেন। প্রতিবছর পাঁচ ক্যাটাগরিতে এসএমই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মূলত স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোক্তাদের অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

ক্যাটাগরিগুলো হচ্ছে, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (মহিলা), ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (পুরুষ), মাঝারি উদ্যোক্তা (উৎপাদন), মাঝারি উদ্যোক্তা (সেবা)। ২০০০ সালে ফাহিম মাসরুর বন্ধুদের নিয়ে বিডিজবস প্রতিষ্ঠা করেন। এটি বর্তমানে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জব পোর্টাল।

প্রতিদিন এক লাখের বেশি লোক এই পোর্টালটি ভিজিট করেন। ২০ লাখের বেশি ব্যক্তির জীবন-বৃত্তান্ত এই প্ল্যাটফর্মে সংরক্ষিত আছে। গত ১৮ বছরে ১০ লাখের বেশি চাকরিপ্রার্থী বিডিজবসের মাধ্যমে চাকরি পেয়েছেন। বিডিজবস ডটকমের পাশাপাশি ফাহিম মাসরুর ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস আজকের ডিল এবং সামাজিক মাধ্যম বেশতো'র প্রধান নির্বাহী এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফ্টওয়্যার অ্যাণ্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)-এর পরিচালক। ▶

বাংলাদেশের তৈরি ল্যাপটপ রপ্তানি শুরু

ইমরান হোসেন মিলন : আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়ায় প্রথমবারের মতো ল্যাপটপ রপ্তানি করতে যাচ্ছে দেশীয় ব্র্যান্ড ওয়ালটন। গত ২১ মার্চ বিকেলে সচিবালয়ে ল্যাপটপ রপ্তানি কার্যক্রমের উদ্বোধন ও আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

'মেইড ইন বাংলাদেশ' ট্যাগযুক্ত ওয়ালটন ল্যাপটপ প্রথমাবস্থায় নাইজেরিয়াতে রপ্তানি হলেও তা অল্প সময়ের মধ্যে নেপাল, ভুটান এবং পূর্ব তিমুরসহ বেশকিছু দেশে রপ্তানির কথাও হয়েছে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান এস এম রেজাউল আলম, ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান এস এম শামসুল আলম এবং নাইজেরিয়ার আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ওয়েস্টার্ন বেজ নাইজেরিয়া লিমিটেডের পরিচালক ডেভিড নোনে।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, ওয়ালটন প্রযুক্তিপণ্যের রপ্তানিকারক হিসেবে দ্রুততম সময়ে আবির্ভূত হয়েছে। অন্যান্য পণ্যের মতো ল্যাপটপেও সফল হবে বলে আশা করি।

এটাকে মাইলফলক উল্লেখ করে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, আফ্রিকা একটা বড় বাজার, সেই বাজারে বাংলাদেশ ওয়ালটনের মাধ্যমে প্রবেশ করছে। ওয়ালটনের সাফল্যে আরো প্রতিষ্ঠান এই খাতে বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসছে বলে জানান তিনি।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেন, ওয়ালটন প্রযুক্তিপণ্য উৎপাদনে যে সাফল্য দেখিয়েছে তা অন্যান্য দেশী-বিদেশী প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুকরণীয়। ওয়ালটনের মাধ্যমেই দেশে ল্যাপটপ আমদানি কমে আসবে। ফলে আমাদের যেমন বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে তেমনি দেশে কর্মসংস্থানের একটা বড় ক্ষেত্র তৈরি হবে।

INAUGURATION CEREMONY OF WALTON LAPTOP EXPORTATION
WALTON

সচিবালয়ে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

চলতি বছরের ১৮ জানুয়ারি গাজীপুরের চন্দ্রায় ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজে কম্পিউটার উৎপাদন কারখানাটি চালু হয়। সেখানে উচ্চমানসম্পন্ন ল্যাপটপ, ডেস্কটপ ও মনিটরসহ বিভিন্ন প্রযুক্তিপণ্য তৈরি হচ্ছে।

কারখানার মাসিক উৎপাদন ক্ষমতা ৬০ হাজার ইউনিট ল্যাপটপ, ৩০ হাজার ইউনিট ডেস্কটপ এবং আরো ৩০ হাজার ইউনিট মনিটর।

ওয়ালটন কর্তৃপক্ষ জানায়, ইন্টেল-মাইক্রোসফট এবং বিজয় বাংলার সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক মানের ল্যাপটপ কম্পিউটার উৎপাদন করছে ওয়ালটন।

প্রতিষ্ঠানটি জানায়, তাদের কাছে প্রথম রপ্তানি আদেশ এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়া থেকেই। শুরুতে ৫০০ ইউনিট ল্যাপটপ যাবে নাইজেরিয়া। ▶

সিআরআই-এর সাথে আইসিটি বিভাগের ৪টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

নিউজলেটার ডেস্ক: গত ১৫ মার্চ, ২০১৮ আইসিটি বিভাগের সম্মেলনকক্ষে ইয়াং বাংলা সেক্রেটারিয়েট, সেন্টার ফর রিসার্চ এণ্ড ইনফরমেশন (সি আর আই) এর সাথে আইসিটি বিভাগের ৪টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, আইসিটি বিভাগের সচিব সুবীর কিশোর চৌধুরী, আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ, কে, এম, খায়রুল আলম এবং সিআরআই-এর নির্বাহী পরিচালক সাব্বির বিন শামস। ▶

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

দেশজুড়ে 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব'র প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সহায়তা

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

আইসিটি বিভাগের তত্ত্বাবধানে 'শী পাওয়ার' প্রকল্পের 'নারী প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া'তে ইয়াং বাংলার সহায়তা

8	Manish Dokania	Executive Director	Uneaque Solutions	UAE	
9	Shourav Dey	VP & Robotic Process Automation and Lean Digital Transformation Leader	Genpact	India	
10	Vijay Balan	CEO	i5 Solutions Singapore	Singapore	
11	Kanwar Bir Singh	Director – Business Development	Intelenet Global Services Pvt. Ltd.	India	
12	Rahul Zutshi	Director- Marketing and Strategy	Ameyo	India	
13	Nitin Chandalia	Principal	BCG	India	
14	Kritin Gupta	Associate	BCG	India	
15	Nipun Mehrotra	Chief Digital Officer	IBM	India	

আইসিটি বিভাগে 'দুর্যোগকালীন করণীয়' শীর্ষক সেমিনার

'দুর্যোগকালীন করণীয়' শীর্ষক
সেমিনার

সেমিনার

মহড়া

রুমা ধর: আইসিটি টাওয়ারের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ভূমিকম্প এবং অগ্নিকাণ্ড জনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের জন্য গত ২৮ মার্চ, ২০১৮ আইসিটি বিভাগের আয়োজনে বিসিসি অডিটরিয়ামে 'দুর্যোগকালীন করণীয়' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের সচিব সুবীর কিশোর চৌধুরী, হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম, এনডিসি (সচিব), বিসিসির নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব (অতিরিক্ত সচিব), আইসিটি অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মালিহা নার্গিস (অতিরিক্ত সচিব) সহ বিভাগ ও সংস্থাগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রথম অংশে বজ্রবৃষ্টি ও বজ্রপাত, ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে করণীয় বিষয়ে আলোচনা ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করা হয় এবং শেষ অংশে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সহায়তায় আইসিটি টাওয়ারে একটি অগ্নি নির্বাপণ মহড়ার আয়োজন করা হয়। উক্ত মহড়ায় সচিবসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। ▶

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ
ইউনেস্কোর "মেমোরি অব দ্য' ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার"-এ
অন্তর্ভুক্তি ও "বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্যে'র" স্বীকৃতি'র সনদ প্রাপ্তি উপলক্ষে
আলোচনা অনুষ্ঠান

জাতির পিতার ৭ মার্চের ভাষণ 'বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য'র স্বীকৃতির সনদ প্রাপ্তি উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠান

নিজস্ব রিপোর্ট: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্তি ও 'বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য'র স্বীকৃতির সনদ প্রাপ্তি উপলক্ষে আইসিটি বিভাগ ভাষণের ইমপ্রুভড কালারড ভার্সন ডেভেলপ করে। এ উপলক্ষে গত ৭ মার্চ বিসিসি অডিটরিয়ামে এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের সচিব সুবীর কিশোর চৌধুরী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব শ্যাম সুন্দর সিকদার এবং দুই বিভাগ ও সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ। ▶

জাতীয় শিশু দিবস ২০১৮ উপলক্ষে জেলা পর্যায়ে কুইজ ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন। এই দিনটিকে প্রতি বছর জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এ দিবসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী আইসিটি অধিদপ্তর সারাদেশে স্কুল ও সমপর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের শিশুদের কুইজ ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। উক্ত কুইজ ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় সকল জেলা প্রশাসন সার্বিক সহযোগিতা দেয় এবং সমন্বয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিযোগিতা ৩টি গ্রুপে ভাগ করা হয়। চিত্রাংকন ও কুইজের বিষয় ছিল যথাক্রমে ক গ্রুপ (১ম থেকে ৫ম শ্রেণি) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, খ গ্রুপ (৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং গ গ্রুপ (৯ম ও ১০ শ্রেণি) ডিজিটাল বাংলাদেশ।
জেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারীগণকে পুরস্কার ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।
সারাদেশের জেলাগুলোতে বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে এই কুইজ ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। স্থানাভাবে এর মধ্যে কয়েকটি জেলার প্রতিযোগিতার ছবি নিউজলেটারে প্রকাশ করা হলো।
-সম্পাদক

জাতীয় শিশু দিবস ২০১৮
চিত্রাংকন ও কুইজ প্রতযোগিতা

শেরপুর জেলা

চিত্রাঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতা

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

জেলা পর্যায়ে কুইজ ও
চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

নাটোর জেলা

BPO SUMMIT BANGLADESH 2018
BPO Summit Bangladesh 2018
Date : 15 & 16 April 2018
Venue: Pan Pacific Sonargaon, Dhaka Bangladesh

গত ৯ এপ্রিল, ২০১৮ মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকের শুরুতে আইসিটি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ভারতের ব্যাঙ্গালোরে প্রাপ্ত 'ইনোভেশন এন্ড এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড'টি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে হস্তান্তর করেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার এবং আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক।

যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করলো আইসিটি বিভাগ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে
আলোচনা সভা
প্রধান অতিথি : জনাব মোস্তাফা জব্বার
বিশেষ অতিথি : জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি
জনাব সুবীর কিশোর চৌধুরী
তারিখঃ ২৭ মার্চ, ২০১৮

স্বাধীনতা দিবসে আইসিটি বিভাগের আলোচনা অনুষ্ঠান

হোসাইন সৌরভ : মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৮ উপলক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে গত ২৭ মার্চ বিকেল ৪ ঘটিকায় এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আইসিটি টাওয়ার ৩য় তলার বিসিসি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার। বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক। সভায় সভাপতিত্ব করেন আইসিটি বিভাগের সচিব সুবীর কিশোর চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত সচিব (সাধারণ সেবা) ড. কৃষ্ণা গায়েন।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসেন আরা বেগম এনডিসি, কন্ট্রোলার অব সার্টিফায়িং অথরিটিজ (সিসিএ)'র নিয়ন্ত্রক আবুল মানসুর মোহাম্মদ সারফ্ উদ্দিন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ, কে, এম, খায়রুল আলম (অতিরিক্ত সচিব) অন্যান্যের মধ্যে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা মহান মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের শহীদ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন এবং অত্যন্ত চমৎকারভাবে বঙ্গবন্ধুর অবদান তুলে ধরেন। তারা আগামী প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। ▶

'এস্টাবলিশিং ডিজিটাল কানেকটিভিটি' শীর্ষক আলোচনা সভা

ইডিসি শীর্ষক আলোচনা সভা

নিজস্ব রিপোর্ট: গত ২১ মার্চ, ২০১৮ বিসিসি কনফারেন্স কক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত প্রকল্প 'এস্টাবলিশিং ডিজিটাল কানেকটিভিটি (ইডিসি)' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক, সচিব সুবীর কিশোর চৌধুরী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ, কে, এম, খায়রুল আলম (অতিরিক্ত সচিব) এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। ▶

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির নতুন কমিটি

সভাপতি

মহাসচিব

নিউজলেটার ডেস্ক: তথ্যপ্রযুক্তি খাতে দেশের সবচেয়ে বড় সংগঠন বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস)-এর ২০১৮-২০ মেয়াদে ইঞ্জিনিয়ার সুব্রত সরকার সভাপতি এবং মোশারফ হোসেন সুমন মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন। গত ১২ মার্চ রাজধানীর বিসিএস কার্যালয়ে বিজয়ী কার্যনিবাহী সদস্যদের মধ্যে পদ বণ্টন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১০ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজয়ী ৭ সদস্য অংশ নেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের সাত সদস্যের মধ্যে ইউসুফ আলী শামীম সহ-সভাপতি, মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান যুগ্ম মহাসচিব, জাবেদুর রহমান শাহীন কোষাধ্যক্ষ এবং শহীদ উল মুনীর ও নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান স্বদেশ রঞ্জন সাহা পদ বণ্টন নির্বাচন শেষে নতুন কমিটি ঘোষণা করেন।

সাত সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচনে ৭৯১ জন ভোট দেন। দুটি পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ছাড়াও স্বতন্ত্র হিসেবে দুইজন প্রার্থী এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিজয়ীদের মধ্যে পাঁচজনই 'সমমনা ৭' প্যানেল থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। এ ছাড়া বিসিএসের ৮টি শাখা কমিটির মধ্যে ৭টিতে অতিরিক্ত প্রার্থী না থাকায় সরাসরি নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। তবে খুলনায় একই দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি আগামী ১ এপ্রিল দায়িত্ব

Date	Time Slot	Seminar Matrix			
		Ball Room	Balcony	Surma	Meghna
15 April, 2018 (Sunday)	09:30 am-11:50 am	**Opening Ceremony**			
	02:30 pm-04:30 pm	**Session:1** BPO as a Career for Youth	**Session:2** Government Process Outsourcing- Scopes of Government in BPO	**Session:3** Creating the Next Generation Outsourcing Services in Bangladesh	
	05:00 pm-07:00 pm	**Session:4** Global Opportunities for Creative Economy		**Session:5** Education: A Key Instrument to Achieve SDG	**Session:6** Accounting Process Outsourcing: Positioning Bangladesh
16 April, 2018 (Monday)	10:30 am-12:30 pm		**Session:7** Outsourcing for Start-Ups: Growing Together		**Workshop:1** Capacity Building for the Call Center Agents
	02:30 pm-05:00 pm		**Session:8** 4th Industrial Revolution: Challenges in BPO	**Session:9** Customer-Centric Healthcare Delivery System and BPO	**Session:10** Rise of AI and the Impact on BPO
	05:30 pm-07:30 pm		**Closing Ceremony**		

আছাবউল্লাহ খান জুয়েল পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন। বুঝে নেয়।▶

টিপস্

পোরশে তৈরি করবে উড়ুক্কু গাড়ি

নিউজলেটার ডেস্ক: পোরশের উড়ুক্কু গাড়িতে চড়ার স্বপ্ন দেখেন অনেকেই। গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো উড়ুক্কু যান তৈরিতে উঠেপড়ে লেগেছে। ফক্সওয়াগন স্পোর্টস কার নির্মাতা এবার আগ্রহ দেখাচ্ছে উড়ুক্কু গাড়ি তৈরিতে। ফ্লাইং ট্যাক্সি বানাতে এর মধ্যে কাজ করছে অনেক প্রযুক্তি ও গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান।

প্রতিযোগিতায় নামছে পোরশে। ফ্লাইং ট্যাক্সি ও রাইড শেয়ারিং সেবার সম্ভাবনাময় বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেই এ খাতে নামার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান বিপণন কর্মকর্তা ডেটলেভ ভন প্ল্যাটেন। জার্মান ম্যাগাজিন অটোমোবিলওশকে এক সাক্ষাৎকারে এ কথা জানিয়েছেন প্ল্যাটেন।

রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, উড়ুক্কু গাড়ির নকশার জন্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করতে পারে পোরশে। প্রচলিত গাড়ি থেকে শুরু করে স্বচালিত গাড়িকে অ্যাপের মাধ্যমে শেয়ার ব্যবস্থার আওতায় আনতে পারে প্রতিষ্ঠানটি।

উড়ুক্কু গাড়ির বাজারে পোরশের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে ডেইমলার, লিলিয়াম জেট ও ইভলভোর নিয়ন্ত্রণাধীন ভলোকপ্টার, টেরাফুগিয়া ও ক্য অলিফোর্নিয়াভিত্তিক জলবি অ্যাভিয়েশন।▶

ICT and Wireless communication Trends and Convergence বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মিম্‌ইয়া ইসলাম চৌধুরী: আইসিটি অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের উপজেলা কার্যালয় ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত ৪০ জন কর্মকর্তাকে নিয়ে গত ১৪-১৫ মার্চ দুই দিনব্যাপী দ্বিতীয় ব্যাচে ICT and Wireless communication Trends and Convergence বিষয়ে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালায় আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ, কে, এম, খায়রুল আলম (অতিরিক্ত সচিব) কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।▶

আইসিটি অধিদপ্তরে 'স্টোর ম্যানেজমেন্ট' সফ্‌টওয়্যার ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

নিউজলেটার ডেস্ক: গত ২৯ মার্চ, ২০১৮ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত ২৭ জন কর্মকর্তাকে নিয়ে 'স্টোর ম্যানেজমেন্ট' সফ্‌টওয়্যার ব্যবহার বিষয়ে দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের কম্পিউটার ল্যাবে অনুষ্ঠিত কর্মশালার উদ্বোধন করেন আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ, কে, এম, খায়রুল আলম (অতিরিক্ত সচিব)। প্রশিক্ষণ সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মো: লুৎফুর রহমান।▶

আইসিটি অধিদপ্তরের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের 'বেসিক অফিস ম্যানেজমেন্ট' প্রশিক্ষণ কর্মশালা

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে আইসিটি অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মালিহা নার্গিস

নিজস্ব রিপোর্ট: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের 'বেসিক অফিস ম্যানেজমেন্ট কোর্স' বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা গত ১০ এপ্রিল থেকে ঢাকার আরপিএটিসিতে শুরু হয়েছে। ২১ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য এ কর্মশালায় সারাদেশের ৩০ জন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী অংশগ্রহণ করছেন। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মালিহা নার্গিস (অতিরিক্ত সচিব)।▶

আইসিটি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত

South Asia Sub-regional Economic Cooperation Information Highway (SASEC IH) Project

ইভা মেরিয়ন

SASEC IH প্রকল্পটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অর্থায়নে বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপালে বাস্তবায়িত হয়েছে। ভারত নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য চারটি দেশ বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল ও ভারতের মধ্যে আধুনিক উন্নত ব্রডব্যাণ্ড সংযোগের মাধ্যমে তথ্য ও বিসিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০১৭-তে সমাপ্ত হয়েছে।

Regional Network (RN) : চারটি দেশের মধ্যে ফাইবার অপটিক দ্বারা সরাসরি সংযোগ প্রদান এবং ডাটা আদান- প্রদানের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি। প্রকল্পের

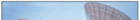

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ব্যবসায়িক উন্নতি সাধন ও স্থানীয় পর্যায়ের content ও e-Application তৈরি করে তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতা প্রদান করাই এর মূল লক্ষ্য।

www.sasecrtn.bcc.net.bd নামে একটি ওয়েব পোর্টাল বিসিসিতে **host** করা হয়েছে। এ রকম ৪টি দেশে (ভারত, ভুটান, নেপাল ও বাংলাদেশ) ৪টি ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। web portalগুলিতে e-content হিসেবে Distance learning (DL) Course ইংরেজি ও বাংলায় সংযোজিত আছে। একইভাবে ভুটান, নেপাল ও ভারতে ইংরেজি ও স্থানীয় ভাষায় সংযোজন করা আছে। দেশের যে কোন স্থান হতে ই-পেমেন্টের মাধ্যমে কোর্স ফি প্রদান করে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে কোর্স নির্বাচন করবে এবং প্রতিটি কোর্সে Multiple unit with interactive Quiz সম্পন্ন করে Online Cretificate প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কমিউনিটি ই-সেন্টারের প্রতিদিনের কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য CeC Accounting system নামে একটি Application web portal এ সংযুক্ত আছে। ই-কমার্স হিসেবে Village Bazar তৈরি করা আছে। বিসিসি Research and Training Center (RTC) হিসেবে এ সকল কার্যক্রমের মনিটরিং ও up gradation এর দায়িত্ব পালন করছে। RN এর মাধ্যমে ৪টি দেশের RTC এ সকল content নিজেদের মধ্যে শেয়ার করবে।▶

লেখক: বিশেষজ্ঞ (বাংলা প্রমিতকরণ) ও ফোকাল পার্সন, **RTN** component of SASEC IH project

এমসাইট ডেভেলপাররা খাতটিকে আন্তর্জাতিকভাবে এগিয়ে নেবে

ডেস্ক রিপোর্ট: শতাধিক ডেভেলপারের অংশগ্রহণে ঢাকায় অবস্থিত নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো গুগল মোবাইল সাইট ডেভেলপার ডে ২০১৮।

mSite Developer

গুগল ডেভেলপার গ্রুপ জিডিজি সোনারগাঁওয়রে আয়োজনে অনুষ্ঠানে গুগলের বিভিন্ন প্রযুক্তি, প্রগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ, এক্সেলারেট মোবাইল পেইজ, টেনসর ফ্লো, ফায়ার বেইজ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক। তিনি বলেন, দেশ ধারাবাহিকভাবে প্রযুক্তিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ডেভেলপাররা এই খাতকে আন্তর্জাতিকভাবে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে।

গুগল এমসাইট সার্টিফিকেট একটি অ্যাডভান্স ওয়েব ডেভেলপমেন্ট প্লাটফর্ম। এখানে ওয়েব ডেভেলপাররা বিনামূল্যে গুগলের উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তি এমসাইট, প্রগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপের ট্রেনিং ও সার্টিফিকেশন সম্পন্ন করতে পারেন।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, গুগল ডেভেলপার গ্রুপ জিডিজি সোনারগাঁও দেশে ১৫টির ও অধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এমসাইট ডেভেলপার সার্টিফিকেশন ট্রেনিং' এর আয়োজন করেছিল। এতে অংশগ্রহণ করেন ৭৫০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী ও আইটি এক্সপার্ট। তাদের মধ্যে ৪৫০ জনের সফলভাবে সার্টিফিকেট লাভ করেন।

গুগল ডেভেলপার গ্রুপ জিডিজি সোনারগাঁওয়েব কমিনিউটি ম্যানেজার ইশতিয়াক রেজা বলেন, এই অনুষ্ঠানে সারা দেশ থেকে অনেক ডেভেলপাররা অংশগ্রহণ করেন। তারা মোবাইল সাইট তৈরি ও গুগলের নানা সেবা সম্পর্কে ধারণা পান। পরে গুগল এমসাইট সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ডেভেলপারদের স্কিল বাড়াতে জিডিজির পক্ষ থেকে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে।▶

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিপিও সামিট-২০১৮

BPO SUMMIT BANGLADESH
MoU Signing Ceremony

চুক্তি স্বাক্ষর করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ, কে, এম, খায়রুল আলম (অতিরিক্ত সচিব) এবং বাক্য'র সভাপতি ওয়াহিদ শরীফ

(১ম পৃষ্ঠার পর) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মালিহা নার্গিস, সিস্টেমস্ ম্যানেজার (যুগ্মসচিব) মো. মহসিনুল আলম, পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান, উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মোহাম্মদ আবুল হাশেম, সহকারী প্রোগ্রামার নূরে আলম সিদ্দিকী, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কলসেন্টার অ্যাণ্ড আউটসোর্সিংয়ের সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ হোসেন ও বিপিও সামিট ২০১৮ এর প্রজেক্ট সমন্বয়ক শারমিন কবির প্রমুখ।

দুইদিনের আয়োজনে দেশি-বিদেশি তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, সরকারের নীতিনির্ধারক, গবেষক, শিক্ষার্থী এবং বিপিও খাতের সঙ্গে জড়িতরা অংশ নেবেন। প্রযুক্তি ব্যবসা বিশেষ করে আউটসোর্সিং ব্যবসা পরিচালনা, ব্যবসার উন্নয়ন ও বিনিয়োগের আদর্শ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ব-দরবারে ইতিমধ্যে পরিচিতি পেয়েছে। এবারের আয়োজনে দেশের আউটসোর্সিং খাতকে আরও কিভাবে ভালো করা যায় সে বিষয় বিশ্বকে জানানো হবে। এছাড়াও সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে বিপিও খাতের বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরা হবে। বিপিও খাতে দক্ষ ও পর্যাপ্ত জনবল তৈরিও এই সামিটের অন্যতম লক্ষ্য।

বিপিও সম্মেলন উপলক্ষে ৩ এপ্রির রাজধানীর কারওয়ান বাজারস্থ জনতা টাওয়ার সফ্‌টওয়্যার টেকনোলজি পার্কের সেমিনার হলে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার। এ সময় তিনি বলেন, সব শ্রেণির মানুষের চাকরির সুযোগ রয়েছে বিপিও সেক্টরে। আমরা এ সামিটে তা তুলে ধরার চেষ্টা করবো। বিপিও সেক্টরে দেশের যেকোনো জায়গায় বসে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। বিপিও সামিটে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দক্ষ তরুণদের এনে চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রযুক্তি ক্ষেত্রে রপ্তানির অসীম সম্ভাবনা রয়েছে। এ যাত্রা বর্তমান সরকারের আমলে শুরু হয়েছে। আগে আমরা প্রযুক্তি পণ্য আমদানিকারক দেশ ছিলাম, বর্তমানে আমরা উৎপাদন ও রপ্তানি করছি।

তিনি আরও বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি খাততে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ বছরের মধ্যে সব ইউনিয়নে ও ছিটমহলে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হবে। এখন আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থান তৈরি করা। সরকার ফাইভ জি চালু করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ, কে, এম, খায়রুল আলম বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এটা আরও বৃদ্ধি করা হবে।

বিপিও সামিটের বিস্তারিত তুলে ধরে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ কলসেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (বাক্য)-এর সভাপতি ওয়াহিদ শরীফ বলেন, ২০১৫ সালে বিপিও সেক্টর সম্পর্কে জনগণের তেমন কোনো ধারণা ছিলো না। দুইবারের বিপিও সামিট আয়োজনের ফলে এখন সবাই এ বিষয়টি সম্পর্কে অবগত। বলেন, বিপিও খাতে উন্নয়নের জন্য এ সামিট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. মামুন-আল-রশীদ, বাক্যের সিনিয়র সহসভাপতি আবুল খায়ের, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. আমিনুল হক প্রমুখ। সংবাদ সম্মেলন সঞ্চালনা করেন বাক্যের সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ হোসেন।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এবারের আয়োজনে আউটসোর্সিং সেবা, পরবর্তী প্রজন্মের ধারণাগুলো প্রদর্শন করা হবে। সময়ের আলোচিত সেবা বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। গত দুইবারের সফল আয়োজনের পর এবার আরও বড় পরিসরে বিপিও সামিট আয়োজন করা হবে। বিপিও খাতে ২০২১ সালের মধ্যে ৪ লাখ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এ আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে বলে আশা করেন আয়োজকরা।

BPO SUMMIT BANGLADESH
বিপিও সামিট বাংলাদেশ ২০১৮
#CreativeEconomy
সংবাদ সম্মেলন

বিপিও সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন

এবারের আয়োজনে ৪০ জন স্থানীয় স্পীকার, ২০ জন আন্তর্জাতিক স্পীকার অংশগ্রহণ করবেন। এবারের বিপিও সামিটে ১০টি সেমিনার ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। দুইদিনের মুল আয়োজনের আগে ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাক্টিভেশন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে। এবারও এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি আয়োজন করছে সরকারের আইসিটি বিভাগ, আইসিটি অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কলসেন্টার অ্যাণ্ড আউটসোর্সিং (বাক্য)।

এবারের আয়োজনে অংশীদার হিসেবে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফ্‌টওয়্যার অ্যাণ্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস), বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস), বাংলাদেশ আইসিটি জার্নালিস্ট ফোরাম (বিআইজেএফ), বাংলাদেশ ওমেন ইন টেকনোলজি (বিডব্লিউআইটি), সিটিও ফোরাম বাংলাদেশ, ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ই-ক্যাব), ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যাণ্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই), আইএসপি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইএসপিএবি) ও বাংলাদেশ মোবাইল ফোন ইমপোর্টারস অ্যাসোসিয়েশন (বিএমপিআইএ)।▶

যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও জ্ঞাননির্ভর সেবা প্রদান। চারটি দেশের মধ্যে এবং আভ্যন্তরীণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও ব্যবসার উন্নয়ন সাধন এবং তৃণমূল পর্যায়ে আইসিটি প্রসারের মাধ্যমে অভিগম্যতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের ৩টি Component:

i) Regional Network ii) Village Network iii) Research and Training Network (RTN)। প্রকল্পের RN ও VN Component আইসিটি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্প জুন ২০১৪-তে সমাপ্ত হয়েছে। RTN Component

ভারতের টেলিকমিউনিকেশন স্থান

আওতায় BTCL কর্তৃক শিলিগুড়িতে স্থাপিত NOC এর সাথে সংযোগের জন্য পঞ্চগড় হতে বাংলাবান্ধার NO MANS LAND পর্যন্ত ৫৬ কি: মি: অপটিক্যাল ফাইবার লাইন বসানো হয়েছে। শিলিগুড়ি NOC এর সাথে সংযোগের জন্য BTCL মগবাজার, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁওয়ে Transmission Equipment Installation সম্পন্ন করেছে। এছাড়া কলকাতা হয়ে শিলিগুড়ি NOC এর সাথে সংযোগের জন্য BTCL চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরে Transmission Equipment Installation এর কাজও সম্পন্ন করেছে।

Village Network : প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশে ৩০টি উপজেলায় ৩০টি কমিউনিটি ই-সেন্টার (CeC) তৈরি করা হয়েছে। স্থাপিত ৩০টি কমিউনিটি ই-সেন্টারের (CeC) সাথে সংযোগের জন্য ৩০টি উপজেলায় 10mbps Virtual private Network (VPN) connectivity-র মাধ্যমে village network (VN) তৈরি করা হয়েছে।

Research and Training Network (RTN)- এই component টি বিসিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে।

কৈফিয়ত

অনিবার্য কারণবশত আইসিটি নিউজলেটার-এর ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ, ২০১৮ (যথাক্রমে ১ম বর্ষ ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা) সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। -সম্পাদক

বেসিসের নতুন কমিটি গঠিত

ডেস্ক রিপোর্ট: বেসিসের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মেট্রোনেট বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ আলমাস কবীর। বেসিস কার্যালয়ে গত ২ এপ্রিল বেলা ৩:৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত নব-নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্যদের পদবন্টন নির্বাচনে তিনি সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন।

পাশাপাশি, দুই বছর মেয়াদী (২০১৮-২০) বেসিস কার্যনির্বাহী পরিষদের জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ইউওয়াই সিস্টেমস লিমিটেড এর চেয়ারপারসন ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফারহানা এ রহমান। সহ-সভাপতি (প্রশাসন) নির্বাচিত হয়েছেন বিজনেস অটোমেশন লিমিটেডের পরিচালক শোয়েব আহমেদ মাসুদ এবং সহ-সভাপতি (অর্থ) নির্বাচিত হয়েছেন স্পেকট্রাম সফ্টওয়্যার অ্যাণ্ড কনসালটিং লিমিটেডের ম্যানেজিং পার্টনার মুশফিকুর রহমান।

পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন জানালা বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তামজিদ সিদ্দিক স্পন্দন, শুটিং স্টার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিদারুল আলম, দোহাটেক নিউ মিডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান লুনা শামসুদ্দোহা, ফোরা টেলিকম লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তফা রফিকুল ইসলাম এবং আজকের ডিল ডটকম লিমিটেডের পরিচালক একেএম ফাহিম মাসরুর।

উল্লেখ্য ৩১ মার্চ, ২০১৮-২০ মেয়াদের কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।▶

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION
FUTURE IS HERE
DoICT
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT
শেষ পৃষ্ঠা
আইসিটি বর্ষ-১ ◢ সংখ্যা-৭ ◢ ঢাকা, এপ্রিল-২০১৮
নিউজলেটার

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস থেকে উত্তরণের সাফল্য উদ্‌যাপন করল আইসিটি বিভাগ

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ
স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস থেকে উত্তরণের সাফল্য উদ্‌যাপন উপলক্ষে
বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা
তারিখ: ২২ মার্চ ২০১৮
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ICT DIVISION
DIGITAL BANGLADESH

হোসাইন সৌরভ: স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস থেকে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের ঐতিহাসিক সাফল্য উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ২২ মার্চ, ২০১৮ তারিখ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং তার অঙ্গ সংস্থাসমূহ বাংলা একাডেমি থেকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার অয়োজন করে। উক্ত শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব সুবীর কিশোর চৌধুরী, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম, এনডিসি (সচিব), তথ্য ও প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ, কে, এম, খায়রুল আলম (অতিরিক্ত সচিব), বিসিসি'র নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব (অতিরিক্ত সচিব), সিসিএ'র নিয়ন্ত্রক আবুল মানসুর মোহাম্মদ সারফ্ উদ্দিন (যুগ্মসচিব) সহ বিভাগ ও সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।▶

ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ৬ (ছয়)টি জেলায় দ্রুতগতির ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি উদ্বোধন করলেন সজীব ওয়াজেদ জয়

শুভ উদ্বোধন
ICT DIVISION

ভিডিও কনফারেন্সিং-এ সজীব ওয়াজেদ জয় ছবি: হোসাইন সৌরভ

ডেস্ক রিপোর্ট : গত ১১ এপ্রিল, ২০১৮ প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে আইসিটি বিভাগের আওতায় ইনফো সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের ৬টি জেলায় দ্রুতগতির ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি উদ্বোধন করেন। জেলাগুলো হলো চুয়াডাঙ্গা, মুন্সীগঞ্জ, কুষ্টিয়া, ঝালকাঠি, ঝিনাইদহ ও গোপালগঞ্জ। এ সময় আইসিটি উপদেষ্টা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ফরেনসিক ল্যাবও উদ্বোধন করেন।

সিসিএ কার্যালয়ে পিকেআই সিস্টেমের মানোন্নয়ন এবং সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এই ফরেনসিক ল্যাবটি স্থাপন করা হয়। স্থাপিত ল্যাবটিতে ল্যাপটপ, কম্পিউটার, মোবাইল ফোনসহ নেটওয়ার্ক এনালাইসিস করার অত্যাধুনিক সফ্টওয়্যার ও যন্ত্রপাতি রয়েছে, যা দেশে সংগঠিত সাইবার অপরাধ ও অপরাধী সনাক্তকরণে সক্ষম। দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বাইরে স্থাপিত এটিই প্রথম কোন ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব।

ভিডিও কনফারেন্সিং ও ফরেনসিক ল্যাব উদ্বোধনের সময় ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব সুবীর কিশোর চৌধুরী, আইসিটি অধিদপ্তরের দেব, আইসিটি অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মালিহা নার্গিস, সিসিএ'র আবুল মানসুর মোহাম্মদ সারফ্ উদ্দিনসহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সারাদেশে গ্রামীণ জনপদে দ্রুতগতির ইন্টারনেট মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ইনফো সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ২৬০০টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ও চীন সরকারের যৌথ অর্থায়নে গৃহীত এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৬টি জেলায়

বিপিও বাংলাদেশের নতুন সম্ভাবনা

ওয়াহিদ শরীফ

বর্তমানে বাংলাদেশে বিপিও খাতে যারা কাজ করেন তাদের অর্ধেকই শিক্ষার্থী। তারা কোনো না কোনো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি আউটসোর্সিংয়ের কাজ করে থাকেন। বাংলাদেশে কলসেন্টারসহ বিভিন্ন আউটসোর্সিং কোম্পানিতে কাজ করছে প্রায় ৩০ হাজার তরুণ। আউটসোর্সিং বলতে শুধু কলসেন্টার আউটসোর্সিং নয়। টেলিকমিউনিকেশন, ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স, হাসপাতাল, হোটেলের ব্যাক অফিসের কাজ, এইচআর, আইটি, অ্যাকাউন্ট সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। এসব কাজ আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে করার বিষয়টি সাধারণভাবে 'বিপিও' বলে পরিচিত।

BPO SUMMIT BANGLADESH
Chief Guest
Sajeeb Wazed
Honorable ICT Affairs Advisor to the Honorable Prime Minister of B
Chairperson, BPO Summit 2016

বিপিও সামিট-২০১৬

বিশ্বের সবচেয়ে ক্রমবর্ধমান ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে এই বিপিও খাত। আইসিটিতে বর্তমানে বাংলাদেশের যে পরিবর্তনের গল্প, তার উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে বিপিও খাতের। বছরে প্রায় ১৮০ মিলিয়ন ডলার বিদেশি মুদ্রা আসে আইসিটি খাত থেকে। সরকার আইসিটি সেক্টর থেকে ২০২১ সাল নাগাদ ৫ বিলিয়ন ডলার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। আশা করা যায় তার সিংহভাগই আসবে বিপিও থেকে।

বাংলাদেশে 'বিপিও' একটি নতুন সম্ভাবনার নাম। কারণ বাংলাদেশের বিপিও ব্যবসার প্রবৃদ্ধি বছরে শতকরা ১০০ ভাগের বেশি। বর্তমানে বিশ্বেজুড়ে বিপিওর বাজার ৫০০ বিলিয়ন ডলার। সেখানে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্জন খুব বেশি ভালো না। সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট যে, বিপিও খাতে একটা বিশাল বাজার পড়ে আছে। এখন যদি বাংলাদেশ এই খাতে নজর দেয় তাহলে তৈরি পোশাকশিল্পের পরই বিপিও হবে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সবচেয়ে বড় খাত।

এই মুহূর্তে দেশের তৈরি পোশাকশিল্পে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ কাজ করছে, যার অধিকাংশই নারী। এদের গড় মজুরি মাসে ৫ হাজার। দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, এই বিপুল জনগোষ্ঠী সরকারকে কোনো ট্যাক্স দেয় না। এই ৫০ লাখ মানুষ খেয়েপরে বেঁচে আছে, পরিবারের ব্যয়ভার নির্বাহ করছে, কিন্তু দেশের উন্নয়নে কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না।

একই অবস্থা বৈদেশিক শ্রমবাজারে অর্জিত মুদ্রার (রেমিটেন্স) ক্ষেত্রেও। প্রায় ৯০ লাখ মানুষ বাইরে থেকে বাংলাদেশে টাকা পাঠাচ্ছে। বিদেশ থেকে অর্জিত এই রেমিটেন্সে কিন্তু কোনো ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না। ফলে সরকারের আয় বাড়ছে না।

আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণরা না পারে রেস্তোরাঁর ওয়েটার হতে, না পারে দোকানে কাজ করতে। আবার সম্মানজনক চাকরিও সবাই পায় না। এই তরুণদের কাজের প্রধান ক্ষেত্র হতে পারে বিপিও।

বিপিও খাতে এই তরুণ ছেলে-মেয়েরা মধ্যম আয়ের কাজ করতে পারে। যাদের মাসিক আয় হতে পারে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা। এদের কিন্তু ট্যাক্স দিতে হবে। ফলে এর মাধ্যমে তারা দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

এখন প্রয়োজন বিপিওকে তরুণ প্রজন্মের কাছে আরও জনপ্রিয় করা। কারণ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাপানে এই মুহূর্তে প্রোগ্রামারের প্রয়োজন প্রায় ২০ লাখ। আগামী ৫ বছরে ২০ লাখ প্রোগ্রামার কোডার এর প্রয়োজন হবে জাপান, ইউরোপ, আমেরিকাতে। তাদের সেই তরুণ জনগোষ্ঠী নেই, জাপানে ৫০ শতাংশ জনগোষ্ঠী ৫০-এর উর্ধ্বে। ইউরোপ-আমেরিকাতেও তরুণ প্রজন্মের সংকট বিরাজ করছে। বাংলাদেশ যদি তার বিপুলসংখ্যক তরুণ জনগোষ্ঠীকে সঠিক প্রশিক্ষণ দিতে পারে তাহলে আগামী ৫ বছরে ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানের বাজার আমাদের তরুণেরাই নিয়ন্ত্রণ করবে। আশার কথা, ইতোমধ্যে সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে এবং দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরির কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার শিক্ষার্থী স্নাতক ডিগ্রি লাভ করছে। এদের বিরাট অংশ বিপিও সেক্টরে কাজ করতে পারে। যে কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতার মানুষের এখানে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এই খাতে যারা কাজ করবেন তাদের মাত্র দুটি যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। প্রথম যোগ্যতা-'অ্যাবিলিটি টু লার্ন' অর্থাৎ আমি জানি না, জানতে

(বাকি অংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

খুলনায় হাইটেক পার্ক, চাকরি হবে ১২ হাজার

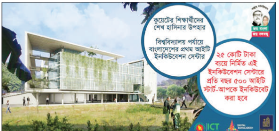

কুয়েটের শিক্ষার্থীদের শেখ হাসিনার উপহার
বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রথম আইটি ইনকিউবেশন সেন্টার
২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই ইনকিউবেশন সেন্টারে প্রতি বছর ৫০০ আইটি স্টার্ট-আপকে ইনকিউবেট করা হবে
জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
ICT
DIGITAL BANGLADESH

মহাপরিচালক এ, কে, এম, খায়রুল আলম, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম সেবা পৌঁছে দেয়া বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রতিশ্রুতি। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি ১৩৩টি ইউনিয়নে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ▶

আগামীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বই-খাতার পরিবর্তে থাকবে কম্পিউটার ট্যাব

ডেস্ক রিপোর্ট: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, আগামী দিনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বই, খাতা, কলম ও ব্যাগের পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের হাতে থাকবে কম্পিউটার ট্যাব। অফিস-আদালতে থাকবে না লাল ফিতার দৌরাত্ম্য। আর অফিস চলবে কম্পিউটার ডিভাইসে।

তিনি বলেন, ডিজিটাল দেশকে নিয়ে যারা এতদিন ব্যঙ্গ করেছে, তারাও এখন ডিজিটাল যুগের কথা বলছেন। ডিজিটাল সময়ের উপকার ভোগ করছেন। এখন ব্যঙ্গ করার আর সময় নেই। এখন সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময়। আমরা ডিজিটাল সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে দেশকে সমৃদ্ধ করবো।

গত ১৭ মার্চ বগুড়া শহরের জামিল নগরের করতোয়া মাল্টিমিডিয়া স্কুল ও কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন, দেশে স্কুল থাকবে, মাঠ থাকবে, শিক্ষক থাকবে, শিক্ষার্থী থাকবে। থাকবে না শুধু বইয়ের বোঝা।

কোমলমতি শিশুদের বইয়ের বোঝা বইতে হবে না। ডিজিটাল সেবার মধ্যদিয়ে নিজেকে যেমন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারবে, ঠিক তেমনি দেশের উন্নয়নেও ভূমিকা রাখতে পারবে।

বগুড়া করতোয়া মাল্টিমিডিয়া স্কুল ও কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বে করেন স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মোজাম্মেল হক।

এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, জেলা পুলিশ সুপার আলী আশরাফ ভুঞা, বগুড়া জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ডা. মকবুল হোসেন, বিজয় ডিজিটালের প্রধান নির্বাহী জেসমিন আখাতার জুঁই প্রমুখ। ▶

ictdivisionbd
ictdivision
ictdivision

ইমরান হোসেন মিলন: খুলনার রূপসা নদীর তীরে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর হাইটেক পার্কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ইতোমধ্যে হাইটেক পার্কটি নির্মাণের উদ্দেশ্যে স্থান নির্বাচন ও জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে।

১৫৪টি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য খুলনা হাইটেক পার্কে অন্তত ১২ হাজার তরুণের কর্মসংস্থান হবে বলে জানিয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ। এ ছাড়াও খুলনা হাইটেক পার্কের পাশাপাশি খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭২ হাজার বর্গফুটবিশিষ্ট আইটি ইনকিউবেশন সেন্টার নির্মাণ করা হচ্ছে। এই আইটি ইনকিউবেশন সেন্টার প্রকল্পটিরও উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

গত ৩ মার্চ খুলনা সার্কিট হাউজ মাঠে এক জনসভায় বক্তব্যের আগে তিনি খুলনার উন্নয়নে শতাধিক প্রকল্প উদ্বোধন করেন। সেখানে ওই অঞ্চলের তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে এই প্রকল্পগুলোরও উদ্বোধন করেন তিনি। ওই ইনকিউবেশন সেন্টার পরিচালনার জন্য অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ জানায়, ইনকিউবিশন সেন্টারটিতে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ অন্যান্যরা উচ্চতর গবেষণা করার সুযোগ পাবেন। এছাড়াও স্টার্ট-আপ এবং উদ্যোক্তারা বিশেষ করে নতুন উদ্যোক্তারা ব্যবসা পরিচালনার উপযুক্ত উন্নত পরিবেশ পাবেন। প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে বছরে প্রায় ৫০০ আইটি স্টার্ট-আপকে ইনকিউবেট করা হবে।

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ৫ একর জমিতে এ প্রকল্পটি তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করছে। ▶

লেখা আহ্বান

আইসিটি নিউজলেটারের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। আইসিটি-সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে অনধিক ৫০০ (পাঁচ শত) শব্দের মৌলিক রচনা কিংবা সংবাদ সাদরে গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজন হলে লেখা ছবিসহ পাঠানো যাবে। লেখা লেখকের নাম-ঠিকানাসহ সরাসরি, ডাকযোগে অথবা ই-মেইলে পাঠাতে হবে। অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্য নয়। প্রকাশিত উন্নত মানের লেখা কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় মনোনীত হলে যথাযথ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা :

সম্পাদক, আইসিটি নিউজলেটার, আইসিটি টাওয়ার (১১ তলা), আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮-০২-৮১৮১১০১, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৮১৮১১০২ মোবাইল : ৮৮-০১৭১১১৬৬৩২৮
ictnewsletter2017@gmail.com, jahedi6076@gmail.com, Web: www.doict.gov.bd

আইসিটি নিউজলেটার (বাংলা) ■ প্রকাশক : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, আইসিটি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ ■ উপদেষ্টা : এ, কে, এম, খায়রুল আলম, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ■ সম্পাদনা : মো: রেজাউল মাকছুদ জাহেদী ও নবেন্দু চৌধুরী
প্রচার সম্পাদক : মোস্তাইন বিল্লাহ যোগাযোগ : আইসিটি টাওয়ার (১১ তলা), আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ ফোন: +৮৮-০২-৮১৮১১০১ ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৮১৮১১০২ মোবাইল : ৮৮-০১৭১১১৬৬৩২৮
ই-মেইল: ictnewsletter2017@gmail.com, jahedi6076@gmail.com, Web: www.doict.gov.bd
মুদ্রণ : প্রিন্টটেক প্রিন্টিং প্রেস, ১৪৯/৩ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০